POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

আল্লাহ্‌র বাণী

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ
ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ
اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍۭ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا
وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ

'এবং যাহারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিলাভের জন্য এবং তাহাদের আত্মার দৃঢ়তার জন্য খরচ করে তাহাদের দৃষ্টান্ত উচ্চস্থানে অবস্থিত সেই বাগানের অবস্থার ন্যায় যাহার উপর প্রবল বৃষ্টিপাত হইলে উহা দ্বিগুণ ফল উৎপন্ন করে।'

(আল-বাকারা: ২৬৬)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 3
গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
The Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 36
সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির
সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 6 সেপ্টেম্বর , 2018 25 যুল হাজ্জা 1439 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)বলেছেন: কিশতিয়ে নূহ পুস্তকের 'আমাদের শিক্ষা ' অংশ টুকু প্রত্যেক আহমদীর পড়া উচিত, বরং সম্পূর্ণ বইটিই পড়া উচিত।

যতদূর পর্যন্ত বসতি রহিয়াছে এবং যতদূর পর্যন্ত কোন প্রকার সৃষ্টির অস্তিত্ব বিদ্যমান আছে- তাহা দেহ বা আত্মা যাহাই হউক না কেন- খোদাতালাই এই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা' যিনি সর্বদা উহাদের প্রতিপালন করিতেছেন, অবস্থানুযায়ী উহাদের ব্যবস্থা করিতেছেন

'কিশতিয়ে নূহ' পুস্তক থেকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

প্রত্যেক ব্যক্তি, সে যতই ঐশ্বর্যশালী হউক না কেন, আপন ইচ্ছার বিরুদ্ধে মৃত্যুর পেয়ালা পান করিতেছে। সুতরাং দেখ, পৃথিবীতে এই সত্যিকারের অধিপতির আধিপত্যের কিরূপ বিকাশ ঘটিতেছে! হুকুম আসিয়া গেলে কেহই তাহার মৃত্যুকে এক মুহূর্তের জন্যও স্থগিত রাখিতে পারে না এবং কোন দুষ্ট ও দুরারোগ্য ব্যাধি আক্রমণ করিলে কোন ডাক্তার বা চিকিৎসক তাহা দূর করিতে পারে না। সুতরাং ভাবিয়া দেখ, জগতে খোদাতালার আধিপত্যের ইহা কিরূপ বিকাশ যে, তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন হইতে পারে না। অতএব কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে যে, পৃথিবীতে খোদাতালার আধিপত্য নাই বরং তাহা কোন অদূর ভবিষ্যতে হইবে? দেখ, এই যুগেই খোদার ঐশী আদেশ জগতকে প্লেগ দ্বারা প্রকম্পিত করিয়া তুলিয়াছে যেন তাঁহার প্রতিশ্রুত মসীহর জন্য এক নিদর্শন হয়। সুতরাং, কে আছে যে খোদাতালার ইচ্ছা ব্যতিরেকে এই ব্যাধি দূর করিতে পারে? সুতরাং কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে যে, পৃথিবীতে এখন খোদাতালার আধিপত্য নাই? হ্যাঁ, এক দুর্বৃত্ত, যে কয়েদীরূপে তাঁহার রাজ্যে বাস করে, সে ইচ্ছা করে যেন কখনো তাহার মৃত্যু না হয়। কিন্তু খোদাতালার প্রকৃত আধিপত্য তাহাকে ধ্বংস করিয়া দেয় এবং অবশেষে সে মৃত্যু-দূতের কবলে পতিত হয়। তথাপি কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে যে, এখনও পৃথিবীতে খোদাতালার রাজত্ব কায়েম হয় নাই? দেখ, পৃথিবীতে প্রত্যহ খোদাতালার আদেশে প্রতি মুহূর্তে কোটি কোটি লোক মারা যাইতেছে এবং কোটি কোটি শিশু তাঁহার ইচ্ছায় জন্মগ্রহণ করিতেছে, কোটি কোটি লোক তাঁহারই ইচ্ছায় দরিদ্র হইতে ধনী, আবার ধনী হইতে দরিদ্র হইতেছে। তথাপি কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে যে, এখনো পৃথিবীতে খোদাতালার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই? আকাশে কেবল ফেরেশতা অবস্থান করে কিন্তু পৃথিবীতে মানুষ আছে এবং ফেরেশতা আছে। ফেরেশতাগণ খোদাতালার কর্মচারী এবং তাঁহার রাজ্যের সেবক। তাহারা মানবের নানাবিধ কার্যের রক্ষীস্বরূপ নিযুক্ত আছে ও সতত খোদাতালার আনুগত্য করিতেছে এবং স্ব স্ব কাজের রিপোর্ট তাঁহার নিকট প্রেরণ করিতেছে। সুতরাং ইহা কিরূপে বলা যাইতে পারে যে, জগতে খোদাতালার রাজত্ব নাই? খোদাতালা বরং তাঁহার পৃথিবীর রাজত্ব দ্বারাই অধিকতর পরিচিত হইয়াছেন, কারণ প্রত্যেক ব্যক্তির ধারণা এই যে, আকাশের রহস্য অভেদ্য এবং অদৃশ্য। বর্তমান যুগে তো প্রায় সমস্ত খৃষ্টান জগৎ ও তাহাদের দার্শনিকগণ আকাশের অস্তিত্বই স্বীকার করে না, অথচ এই আকাশের উপরেই ইঞ্জিলের মতে খোদাতালার রাজত্বের সমুদয় ভিত্তি স্থাপিত আছে। বাস্তবিক পক্ষে পৃথিবী তো আমাদের পায়ের নীচে একটা গোলক এবং ইহাতে নিয়তির এরূপ সহস্র সহস্র ঘটনা প্রকাশিত হইতেছে যাহাতে প্রমাণিত হয় যে, এই সমস্ত পরিবর্তন, বিবর্তন, সৃষ্টি ও ধ্বংস কোন এক বিশেষ মালিকের আদেশে সংঘটিত হইতেছে। সুতরাং কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে যে, জগতে এখন খোদাতালার আধিপত্য নাই? বরং যে যুগে খৃষ্টানদের মধ্যে আকাশের অস্তিত্ব অতি জোরের সহিত অস্বীকার করা হইয়াছে সেই যুগে এইরূপ শিক্ষা নিতান্তই অসমীচীন। কারণ, ইঞ্জিলের উল্লিখিত দোয়ায় স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে যে, পৃথিবীতে এখন খোদাতালার আধিপত্য নাই। অপরদিকে খৃষ্টান জগতের সকল গবেষক অকপটভাবে এই কথা স্বীকার করিয়াছে। অর্থাৎ আপন আপন অভিনব গবেষণা দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে যে, আকাশ কোন বস্তুই নহে এবং ইহার কোন অস্তিত্ব নাই। সুতরাং সার কথা ইহাই বুঝা গেল যে, খোদাতালার আধিপত্য না আকাশে আছে না পৃথিবীতে। আকাশসমূহের অস্তিত্ব খৃষ্টানগণ অস্বীকার করিয়াছে এবং তাহাদের ইঞ্জিল খোদাতালাকে পৃথিবীর রাজত্ব হইতে বিদায় দিয়াছে, সুতরাং এখন তাহাদের কথা অনুযায়ী খোদাতালার নিকট পৃথিবী বা আকাশ কোনটিই রহিল না। কিন্তু আমাদের মহা-মহিমান্বিত খোদা সূরা ফাতেহায় আকাশের নামও নেন নাই, পৃথিবীর নামও নেন নাই বরং এই কথা বলিয়া প্রকৃত তত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদিগকে জ্ঞাত করিয়াছেন যে, তিনি **'রাব্বুলআলামীন'*** অর্থাৎ যতদূর পর্যন্ত বসতি রহিয়াছে এবং যতদূর পর্যন্ত কোন প্রকার সৃষ্টির অস্তিত্ব বিদ্যমান আছে- তাহা দেহ বা আত্মা যাহাই হউক না কেন- খোদাতালাই এই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা' যিনি সর্বদা উহাদের প্রতিপালন করিতেছেন, অবস্থানুযায়ী উহাদের ব্যবস্থা করিতেছেন এবং সর্বদা সর্বক্ষণ তাঁহার 'রবুবীয়্যত' (প্রতিপালকত্ব), 'রহমানীয়্যত' (অনুকম্পা), 'রহীমীয়্যত' (অনুগ্রহ) ও 'জাযা সাযা' (প্রতিদানের ও প্রতিফলের) ধারা প্রবাহিত আছে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সূরা ফাতেহার বাক্যের অর্থ শুধু ইহাই নহে যে, কেয়ামতের দিন 'জাযা সাযা' হইবে, বরং কুরআন শরীফে পুনঃ এবং স্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে যে, কেয়ামত এক মহা প্রতিদান ও প্রতিফলের দিন, কিন্তু এক প্রকার প্রতিদান ও প্রতিফল এই জগতেই আরম্ভ হয় যাহার প্রতি يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا

(সূরা আনফাল ঃ ৩০ আয়াত)

এই আয়াতটি ইঙ্গিত করিতেছে। এখানে ইহাও লক্ষ্য কর যে, ইঞ্জিলের প্রার্থনায় দৈনিক খাদ্য চাওয়া হইয়াছে, যেমন বলা হইয়াছে যে, "আমাদের দৈনন্দীন

এরপর সাতের পাতায়.....

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

সামাজিক প্রথা সম্পর্কে ইসলামী শিক্ষা

হযরত সৈয়্যাদা উম্মে মাতীন মরিয়ম সিদ্দিকা

সামাজিক প্রথার পরিভাষা

ইসলামী শরিয়তের নীতি মূলত তিনটি। কুরআন মজীদ, হাদীস এবং রসুল্লাহ্ (সা.)-এর সুন্নত এবং এই যুগ অনুযায়ী হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর ফতোয়া সমূহ। কেননা, এই যুগের জন্য আল্লাহ্ ত'ালা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-কে ন্যায়-বিচারক ও মীমাংসাকারী রূপে আবির্ভূত করেছেন। তিনি এসে আমাদেরকে বলে দিয়েছেন যে কোনটি সঠিক আর কোনটি ভুল।

এই নৈতিক শিক্ষা অনুসারে আমরা প্রথা সেটিকেই বলব যার প্রমাণ কুরআন মজীদ, হাদীস এবং সুন্নতে পাওয়া যায় না, কিম্বা যে কাজ মহানবী (সা.)-এর খোলফায়ে রাশেদীন করেছেন বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, এবং এটি এমন কাজ যা মানুষ আবশ্যক জ্ঞান করে করে না, বরং এই জন্য করে যে, তাদের পিতৃপুরুষরা করে এসেছেন এবং যার উদ্দেশ্য হল নিজের জাতি ও গোত্রের সম্মান বজায় রাখা।

রসুলুল্লাহ (সা.)-এর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য।

আঁ হযরত (সা.)-এর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য আল্লাহ্ যেভাবে বর্ণনা করেছেন তা হল, তিনি (সা.) যেন মানব জাতিকে এই জগদ্দল বোঝা থেকে মুক্তি দান করেন যা মানুষ নিজেই নিজের উপর চাপিয়ে রেখেছিল, এবং তাদের আত্মাকে পবিত্র করে আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে সম্পর্ক তৈরী করেন। কারণ ধর্মের কেন্দ্রবিন্দু হল একত্ববাদ। মানুষের পূর্ণ মনোযোগ তাঁর ইবাদত, মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরী, আত্মীয়তা রক্ষা, জীবন-মৃত্যু-সব কিছুই যেন আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে হয়। একত্ববাদের যে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত থাকা মানুষের জন্য আবশ্যক, যখন সে সেই মর্যাদা থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হয়, তখন সে বিভিন্ন কুপ্রথার আবর্তে আবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং ক্রমশ সেই জালে এমনভাবে জড়িয়ে পড়ে যে শিরকের দার প্রান্তে পৌঁছে যায়। ভিন্ন বাক্যে সামাজিক প্রথার অনুবর্তিতার চূড়ান্ত পরিণাম হল শিরক বা অংশিবাদিতার জন্ম। আল্লাহ্ তা"লা কুরআন মজীদে বলেন:

"যাহারা এই রসূল, উম্মী নবীকে অনুসরণ করে, যাহার নাম তাহারা তাহাদের নিকট তওরাত ও ইঞ্জিলে লিখিত দেখিতে পায়। সে তাহাদিগকে পুণ্য কর্মের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ করিতে তাহাদিগকে নিষেধ করে, এবং তাহাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহকে হালাল করে এবং অপবিত্র বস্তুসমূহকে তাহাদের উপর হারাম করে এবং তাহাদের বোঝা এবং তাহাদের গলার বেড়ি যাহা তাহাদের উপর চাপিয়া ছিল, তাহা তাহাদের উপর হইতে দূরীভূত করে। সুতরাং যাহারা তাহার উপর ঈমান আনিয়াছে এবং তাহাকে সম্মান ও সমর্থন দিয়াছে এবং সাহায্য করিয়াছে এবং সেই নূরের অনুসরণ করিয়াছে যাহা তাহার সহিত নাযেল করা হইয়াছিল- ইহারাই সফলকাম।

(আল-আরাফ: ১৫৮)

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, সফলতা অর্জন করার জন্য আবশ্যক হল প্রত্যেক কাজে এটি দৃষ্টিপটে রাখা যে সে আঁ হযরত (সা.)-এর অনুবর্তিতা করছে কি না। তাঁর অনুবর্তিতার মাধ্যমেই মানুষ পুণ্যকর্ম করতে সক্ষম হবে, পবিত্র জিনিস এবং পবিত্র অভ্যাস অবলম্বন করতে পারবে এবং মন্দকর্ম থেকে বিরত থাকবে। এটিই তাকওয়ার প্রকৃত মর্যাদা যা আঁ হযরত (সা.)-এর পূর্ণ আনুগত্য ও অনুবর্তিতা ব্যতিরেকে অর্জন করা সম্ভব নয়। আঁ হযরত (সা.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করার নাম হল সুন্নত এবং সেই পথ ত্যাগ করে ভিন্ন পথ অবলম্বন করা বিদাত।

সুন্নত এবং বিদাতের মধ্যে পার্থক্য।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) সুন্নত এবং বিদাতের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

" বর্তমান যুগে মানুষ সুন্নত ও বিদাতের সম্পর্কে চরম বিভ্রান্তিতে রয়েছে। তারা এক ভয়ানক ধোঁকার মধ্যে রয়েছে। তারা সুন্নত ও বিদাতের মধ্যে পার্থক্য নিরুপণ করতে অক্ষম। আঁ হযরত (সা.)-এর আদর্শ ত্যাগ করে নিজেদের ইচ্ছা মত অনেকগুলি পথ আবিষ্কার করে ফেলেছে যেগুলিকে তারা নিজেদের জীবনের জন্য পথ-প্রদর্শন মনে করে বসেছে। যদিও সেগুলি তাদেরকে বিপথগামী করে তুলবে। মানুষ যদি সুন্নত ও বিদাতের মধ্যে পার্থক্য করে এবং সুন্নতের পথে পা বাড়ায় তবে সে যাবতীয় বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকতে পারে। কিন্তু যে পার্থক্য করে না এবং সুন্নতকে বিদাতের সঙ্গে মিলিয়ে দেয় তার পরিণাম কখনও শুভ হতে পারে না।"

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৬)

তিনি আরও বলেন: কয়েকটি প্রথা পুণ্যের স্থান দখল করে নিয়েছে। এই কারণে প্রথার অবসান করার অর্থ হল কোন কথা বা কাজ যদি আল্লাহ্ ও রসূলের বিরুদ্ধে হয় তবে মুসলমান হিসেবে সেটিকে প্রত্যাখ্যান করা এবং আমাদের যাবতীয় কথা ও কাজকে আল্লাহ্তা'লার অধীনে নিয়ে আসা আবশ্যক। আমরা জগতের পরওয়া কেন করব? যে কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং তাঁর রসূলের বিপক্ষে সেটিকে এড়িয়ে চলা এবং ত্যাগ করা উচিত। আল্লাহ্র সীমার মধ্যে থেকে এবং রসুলের ইচ্ছা অনুসারে সেগুলির উপর আমল করা উচিত, কেননা এরই নাম সুন্নতের পুনরুজ্জীবন।"

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৯)

ইসলাম দ্বারা সাধিত মহান বিপ্লব

আঁ হযরত (সা.)-এর আবির্ভাবের পূর্বে পৃথিবী শিরক ও পথ-ভ্রষ্টতার পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত ছিল। পৌত্তলিকতার পাশাপাশি হাজার হাজার প্রকারের প্রথার ফাঁসে আটকে পড়ে ছিল। কিন্তু হাজার হাজার দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সেই মহান মানবতার সেবকের উপর যিনি সমগ্র বিশ্বকে শিরক মুক্ত করেছেন। মানবতাকে সেই অভিশাপ থেকে মুক্ত করেছেন যা হাজার হাজার বছর ধরে প্রথা হিসেবে মানবতার গলায় আটকে পড়ে ছিল। তিনি এসে সমস্ত প্রকারের পাপকে মিটিয়ে দিয়ে মানুষকে পবিত্র করে এক-অদ্বিতীয় খোদার আগে নত মস্তক করেছেন। যারা মূর্তির সামনে নতজানু হয়ে পড়ে থাকত এবং তাদের উপর ভোগ চাপাত, তারাই এক খোদার উপাসনাকারীতে পরিণত হল এবং নিজেদের প্রত্যেকটি কাজে খোদার সন্তুষ্টির সন্ধানে থাকতে আরম্ভ করল। যারা অহর্নিশি মদ্যপান ও ব্যাভিচারে মত্ত থাকত এবং নিজেদের এই অপকর্মের দরুন গর্বিত হত, তারাই সমস্ত অপকর্ম থেকে এমনভাবে দূরে সরে যেতে লাগল যেভাবে মানুষ সাপ দেখে পালায়। এদের সম্পর্কেই এই আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এরা আঁ হযরত (সা.)-এর উপর ঈমান এনেছে। তারা মহানবী (সা.)-এর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করল এমনকি- নিজেদের প্রাণ, সম্পদ, সম্মান এবং সন্তান-সন্ততি সমস্ত কিছুই তাঁর চরণে অর্পণ করল। পরিণামে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে নিরন্তন কৃপা ও পুরস্কাররাজির অধিকারী করলেন, তাদেরকে জগতের অধিপতি বানিয়ে দিলেন।

মদ তাদের গলা সব সময় ভিজিয়ে রাখত, তারা ছিল জুয়াসক্ত। কিন্তু আঁ হযরত (সা.)-এর এক ডাকে মদের হাঁড়িগুলি এমনভাবে ভেঙ্গে ফেলা হল যে, ওলিতে গলিতে মদের নদী বয়ে যেতে থাকল। এরপর মুসলমানরা মদকে কখন স্পর্শ পর্যন্ত করে নি। যাবতীয় প্রকারের প্রথা, প্রবৃত্তির বাসনা এবং বন্ধু-বান্ধবদেরকে ত্যাগ করে তারা আঁ হযরত (সা.)-এর ভালবাসা এবং আনুগত্য স্বীকার করে নিল। যেরূপ হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

অনুবাদ: তারা তোমাকে অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করল এবং নিজেদের বন্ধু-বান্ধবদের থেকে পৃথক হয়ে গেল। এমনকি নিজেদের ভাইদের থেকেও দূরত্ব সৃষ্টি করে নিল। নিজেদের প্রবৃত্তির বাসনা ও আমিত্বকে বিসর্জন দিল। এবং যাবতীয় প্রকারের নশ্বর ধন-সম্পদের মোহ থেকে নিজেদের মুক্ত করল। রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল নিদর্শন তারা প্রত্যক্ষ করল, তাদের প্রবৃত্তির বাসনাসমূহ মূর্তির মতই চূর্ণ-বিচূর্ণ হল।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'লা কুরআন মজীদে বলেন:

আল্লাহ্ নিশ্চয় তোমাদের প্রতি নাযেল করিয়াছেন এক স্মারক- এক রসূল, যে তোমাদের নিকট আল্লাহ্র সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি করে, যেন সে- যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে-তাহাদিগকে অন্ধকাররাশি হইতে বাহির করিয়া নূরের দিকে লইয়া আসে।

(আত-তালাক: ১১-১২)

ভিন্ন বাক্যে আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াতে বলেছেন, আঁ হযরত (সা.) এর উপর ঈমান আনা এবং তাঁর নির্দেশিত পথে চলার পরিণামে মানুষ অন্ধকার থেকে বেরিয়ে ঈমানের জ্যোতিতে প্রবেশ করে।

কিসের এই অন্ধকার?

এই অন্ধকার হল শিরক, বিদাত এবং সামাজিক কুপ্রথার অন্ধকার যা মানুষের চারপাশে এক মায়াজাল তৈরী করে রেখেছে। আর এগুলি আঁ হযরত (সা.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করলে শক্তিহীন হয়ে ছিন্ন হতে আরম্ভ

শেষাংশ শেষের পাতায়.....

জুমআর খুতবা

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আজ আমরা আরও একটি সালানা জলসায় অংশ গ্রহণ করার তৌফিক লাভ করছি। প্রত্যেককেই জলসার এই তিন দিনের আধ্যাত্মিক পরিবেশ থেকে লাভবান হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। জলসার অনুষ্ঠানমালা নীরবে এবং মনোনিবেশসহকারে শোনা উচিত। তবেই জলসায় অংশগ্রহণ করা উপকারে আসবে এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর জলসার আয়োজক করা স্বার্থক হবে।

কর্মীদেরকে একথা সব সময় স্মরণ রাখতে হবে যে, অতিথিদের আচরণ যেমনই হোক না কেন, কর্মীদেরকে উচ্চ নৈতিকতা প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদের আবেগ ও অনুভুতির প্রতি যত্নবান থাকতে হবে।

একথা একদম ঠিক যে, কোন আহমদী অতিথি হোক বা স্বাগতিক, তার উচিত নৈতিকতা প্রদর্শন করা। কিন্তু যারা নিজেদেরকে জলসার অতিথিদের সেবার উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করেছে তাদের উচিত আরও বেশি উন্নত নৈতিকতা প্রদর্শন করা।

কর্মীরা বিশেষ করে এই বিষয়টিকে আবশ্যক করে নিন যে, অপরের আচরণ যেমনই হোক না কেন, তাদের চেহারায় যেন সব সময় হাসি থাকে।

জলসার কাজকর্মের জন্য যথারীতি একটি ব্যবস্থাপনা রয়েছে। বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে যা কাজের সুবিধার জন্য গঠন করা হয়েছে। যদি কোন অতিথি কোন বিভাগের মধ্যে খামতি দেখতে পান বা যেভাতে তিনি মনে করেন যে, এইভাবে আতিথেয়তা হওয়া উচিত বা এমনভাবে আপ্যায়ন হওয়ার তাদের অধিকার কিন্তু তা হচ্ছে না, তবে সেক্ষেত্রে কর্মীদের সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত না হয়ে বিভাগীয় ইনচার্জকে লিখিত জানান।

জলসায় অংশগ্রহণকারীদের এবিষয়ের প্রতিও দৃষ্টি দেওয়া উচিত যে, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, ইসলামে এটিও একটি উন্নত চরিত্র যে, মোমিন বৃথা ও অনর্থক কথাবার্তা ত্যাগ করে। । এই জলসা যেটিকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কেবল ঐশী জলসা আখ্যায়িত করেছেন, এতেও যাবতীয় প্রকারের বৃথা কথা বার্তা এবং সময় অপচয় হওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত বা সময় অপচয় করা থেকে বিরত থাকা উচিত।

তরবীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে এবং ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ইবাদত । এরজন্য আমাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায বিধিবদ্ধ করা হয়েছে।

নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে জলসাগাহের ভিতরে এবং বাইরে নিজেদের পরিবেশের উপর দৃষ্টি রাখুন।

জলসা উপলক্ষ্যে স্বাগতিক এবং অতিথিদের উদ্দেশ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপদেশমালা

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের হাদীকাতুল মাহদী (অল্টন) থেকে প্রদত্ত ৩ আগস্ট , ২০১৮, এর জুমুআর খুতবা (৩ যহুর , ১৩৯৭ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.)বলেন: আলহামদোলিল্লাহ। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আজ আমরা আরও একটি সালানা জলসায় অংশ গ্রহণ করার তৌফিক লাভ করছি। অনেকে প্রথমবার জলসায় অংশগ্রহণ করছেন। অনেকে এমনও আছেন যাদের সফর ও ভিসার সুবিধা রয়েছে এবং বছরের পর বছর জলসায় অংশগ্রহণ করছেন। যুক্তরাজ্যে বসবাসকারীরা এমনও রয়েছেন যারা প্রথমবার জলসায় অংশগ্রহণ করছেন। তারা কিছুকাল পূর্বেই এখানে এসে বসবাস শুরু করেছেন বা কিছু শিশুও রয়েছে যারা প্রথমবার নিজেদের জ্ঞানে জলসার পরিবেশ থেকে উপকৃত হবে। অতএব প্রত্যেককেই জলসার এই তিন দিনের আধ্যাত্মিক পরিবেশ থেকে লাভবান হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। জলসার অনুষ্ঠানমালা নীরবে এবং মনোনিবেশসহকারে শোনা উচিত। তবেই জলসায় অংশগ্রহণ করা উপকারে আসবে এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর জলসার আয়োজন করা স্বার্থক হবে।

যেরূপ আপনারা সকলে অবগত আছেন যে, জলসার যাবতীয় ব্যবস্থাপনা বা প্রায় নব্বই শতাংশ বিশেষ করে জলসার সময়ের যে ব্যবস্থাপনা হয়ে থাকে তা জামাতের সদস্যরা স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে সম্পাদন করে থাকেন। এই কারণে বিভিন্ন কাজে ত্রুটি ও দুর্বলতা থেকে যায়। কিন্তু আমরা অংশগ্রহণকারীদেরকেই এই ত্রুটি ও দুর্বলতার সংশোধন করতে হবে। একদিকে কর্মীরা যেমন নিজেদের কাজের পর্যালোচনা করার মাধ্যমে সেগুলির সংশোধন করার চেষ্টা করবে, অপরদিকে অতিথি এবং অংশগ্রহণকারীরাও এই সমস্ত ত্রুটি ও দুর্বলতাগুলিকে উপেক্ষা করুন এবং যেখানেই কর্মীদের কোন সহায়তার প্রয়োজন দেখা দেয় সপ্রতিভ হয়ে তাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসুন। আমাদের একতা কেবল তখনই তৈরী হতে পারে যখন আমরা একে অপরের বোঝা বহন করার এবং প্রয়োজনে সাহায্য করার চেষ্টা করব। অতএব এই মূল বিষয়টি অতিথি এবং স্বাগতিক উভয়পক্ষকে স্মরণে রাখতে হবে।

সাধারণত কর্মী এবং স্বাগতিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্যাবলী সম্পর্কে জলসার এক সপ্তাহে পূর্বে খুতবায় উল্লেখ করে থাকি এবং অতিথিদেরকে তাদের কর্তব্যাবলী সম্পর্কে জলসার দিনের খুতবায় কিছু কথা বলে থাকি। আমাদের জলসার বা বলা চলে আমাদের জামাতের ব্যবস্থাপনার এটিই বিশেষত্ব বা আমরা পরস্পর তখনই ভালবাসা ও সম্প্রীতি সহকারে থাকতে পারি যখন প্রত্যেকেই নিজের নিজের কর্তব্য উত্তমরূপে পালন করে এবং এর মর্ম উপলব্ধি করে। যাইহোক আমি আজ উভয়কেই কয়েকটি কথা বলবা এবং সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করব।

গত সপ্তাহে আমি কর্মীদেরকে কিছু বলি নি, কিন্তু গত রবিবার জলসার ব্যবস্থাপনার প্রস্তুতি নিরীক্ষণ পর্বে আমি এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম যে, তাদের আচরণ কেমন হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং কিভাবে তাদেরকে কাজ করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় দীর্ঘ দিন যাবৎ এই কর্মীরা বা বলা উচিত এদের অধিকাংশই ডিউটি দিয়ে আসছে। তাই যতদূর কাজ বুঝে নেওয়ার উৎকৃষ্ট পন্থায় কাজ করার বিষয়টি রয়েছে, এখানকার কর্মীরা এখন বেশ প্রশিক্ষিত হয়ে উঠেছে এবং প্রতি বছর নতুন অংশগ্রহণকারী কর্মী, শিশু ও যুবকদেরকেও অভিজ্ঞ অফিসাররা নিজেদের অভিজ্ঞতার জোরে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। কিন্তু কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলি বেশি মনোযোগের দাবি রাখে

সেগুলি স্মরণও করাতে হয়। অতএব এখন আমি যেরূপ বলেছি, অতিথি এবং স্বাগতিক উভয়পক্ষকে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করব।

কর্মীদের উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম কথা হল এই যে, তারা সেই সমস্ত মানুষের সেবার জন্য নিজেদেরকে পেশ করেছে যারা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-কর্তৃক প্রবর্তিত আল্লাহ্ আদেশে সূচিত জলসায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে এসেছেন। এরা কোন জাগতিক মেলা অংশ গ্রহণ করতে আসেন নি, বরং নিজেদের আধ্যাত্মিক, জ্ঞানগত এবং নৈতিক মানের উন্নতির জন্য এখানে একত্রিত হয়েছেন। আমি আশা করি, জলসায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক ব্যক্তির মানসিকতা এমনটি হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অন্যথায় জলসায় অংশগ্রহণ করা অনর্থক। যাইহোক কর্মীদেরকে একথা সব সময় স্মরণ রাখতে হবে যে, অতিথিদের আচরণ যেমনই হোক না কেন, কর্মীদেরকে উচ্চ নৈতিকতা প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদের আবেগ ও অনুভুতির প্রতি যত্নবান থাকতে হবে। কোন অতিথি বা অংশগ্রহণকারী যদি কখনও অনৈতিক আচরণও প্রদর্শন করে তথাপি কর্মীদের উচিত নিজেদের ভাবাবেগকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং পাল্টা তদনুরূপ আচরণ না করা। প্রত্যেক কর্মী যখন খোদা তা'লার সন্তুষ্টিকে সামনে রেখে অতিথিদের সেবার জন্য নিজেকে উপস্থাপন করেছে, তখন খোদা তা'লার কারণেই প্রয়োজনে কিছু অতিথির অনৈতিক আচরণও সহ্য করুন । তবেই না আপনারা খোদা তা'লার সন্তুষ্টিঅর্জনকারী হতে পারবেন। আমরা যে নবীর অনুসারী অতিথিদের প্রতি আদর্শ কেমন ছিল? কালেভদ্রে আসা অতিথি নয় যারা বছরে একবার জলসার জন্য এসেছে, বরং যারা শহরে থাকত তারা প্রতিদিন সাক্ষাত করত। তাদের দারিদ্রতার কারণে কখনও ভোজনের আমন্ত্রণ করেছেন হলে বা এমনিই খাওয়ার জন্য ডেকেছেন এবং তারা দীর্ঘক্ষণ বসে বার্তালাপ করছেন এবং তাঁর বিশ্রামে বা কাজে বিঘ্নতা সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু তিনি (সা.) কখনও একথা বলতেন না যে, সময়ের পূর্বে এসো না, আমি ব্যস্ত আছি বা আহারের পর সত্বর চলে যাও, তোমাদের বসে থাকার ফলে আমি অনেক কিছু কাজ করতে পারি না। লোকেদের এই অবস্থা দেখে এবং অতিথিদেরকে সহন করার ধৈর্য এবং উদ্যম দেখে আল্লাহ্ তা'লা মোমেনীনদেরকে উদ্দেশ্যে করে বললেন- فَيَسْتَحْيِۦ مِنكُمْ (আল-আহযাব-৫৪) অর্থাৎ তিনি তোমাদের ভাবাবেগের প্রতি যত্নবান থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করতে লজ্জা করেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা একথা বলতে কোন বাধা নেই। অতএব, দীর্ঘ সময় অকারণে নবীর ঘরে বসে থেকে তাঁকে কষ্ট দিও না। একদিকে আল্লাহ্ তা'লা যেমন আঁ হযরত (সা.)-এর উচ্চ পর্যায়ের আতিথেয়তার আদর্শের উল্লেখ করেছেন, সেখানে সর্বোত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্টের কথাও উল্লেখ করেছেন। অপরদিকে অতিথিদেরকেও বিশেষভাবে আদেশ দিয়েছেন যে, অতিথি হয়ে নিজের অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করো না। অতিথিদের যে সীমা রয়েছে তারই মধ্যে থাকা দরকার। নিজের অতিথি হওয়ার অনুচিত সুযোগ গ্রহণ করা উচিত নয়।

অতঃপর বিজনদের সাথে আতিথেয়তার মান এবং উদ্যমশীলতার এমন মান ছিল যে মানুষ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। এর দৃষ্টান্ত আমরা তখন দেখতে পাই যখন এক অমুসলিম অতিথি হয়ে আসে। তিনি (সা.) তার খাতির যত্নও করেন । সকালে উঠে যাওয়ার সময় সে বিছানা নোংরা করে চলে গেলে তিনি (সা.) নিজে সেই বিছানা ধুয়ে পরিস্কার করেন। সাহাবা রিওয়ানুল্লাহি আলাইহিম নিবেদন করেন যে, আমাদেরকে সেবা করার সুযোগ দিন। আমরা প্রস্তুত আছি। আপনি কেন কষ্ট করছেন? তিনি (সা.) বলেন, সে আমার অতিথি ছিল, তাই আমিই তার নোংরা পরিস্কার করব। (মাসনবী মৌলবী মায়ানবী, ৫ম দপ্তর, পৃষ্ঠা: ২০-২৪ থেকে সংগৃহীত, অনুবাদক- কাযী সাজ্জাদ হোসেন আল ফয়সাল) অতএব এই সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শের কেউ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে না। আমাদের জলসায় নিজেদের লোকও আসেন আবার অন্যরাও এসে থাকেন। তারা সকলেই উন্নত নৈতিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তারা হয় ধর্ম বা ইসলাম আহমদীয়াত সম্পর্কে জানতে আসেন। মানবীয় দুর্বলতা প্রত্যেকের থাকে। যদি কোন কম বেশি হয়ে যায়, কারো দ্বারা কোন অন্যায় হয়ে যায়, তবে আমরা একথা বলতে পারি না যে, এরা অসৎসরিত্রের বা তাদের উদ্দেশ্য সৎ নয়। এগুলি মানবীয় দুর্বলতা যার কারণে অনেক সময় কম বেশি হয়ে থাকে, আর হলেও তা সহন করা উচিত। একথা একদম ঠিক যে, কোন আহমদী অতিথি হোক বা স্বাগতিক, তার উচিত নৈতিকতা প্রদর্শন করা। কিন্তু যারা নিজেদেরকে জলসার অতিথিদের সেবার উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করেছে তাদের উচিত আরও বেশি উন্নত নৈতিকতা প্রদর্শন করা। যদি কর্মীদের পক্ষ থেকে ধৈর্য এবং সদাচারের নমুনা প্রদর্শিত হয় তবে অপরপক্ষ নিজে থেকেই লজ্জিত হবে। অতএব কর্তব্যে নিয়োজিত প্রত্যেক বিভাগ নিজ দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি উন্নত নৈতিক চরিত্রও যেন প্রদর্শন করে এবং এটিকে এই দিনগুলিতে অনেক বড় একটি চ্যালেঞ্জ মনে করে উন্নত আচরণ প্রদর্শন করে।

আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে এই বিষয়ের উপর মনোযোগ আকর্ষণ করে বলেন- قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا (আল বাকারা: ৮৪)। অর্থাৎ মানুষের সঙ্গে ভালভাবে এবং নম্রভাবে কথা বল। ঝগড়া-বিবাদের অবসান এবং উন্নত আচরণ প্রদর্শনের জন্য এটিই মূল আবশ্যিক বিষয়। এই নীতি কেবল বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, বরং এটি সব সময়ের জন্য, আর মানুষ যখন এর উপর অভ্যস্ত হয়ে পড়ে তখন বিবাদ এবং অনাচারও কখনও হতেই পারে না। অতএব, স্বাগতিক এবং অতিথিদের এখানেও এবং সবসময় আল্লাহ্ তা'লার এই নির্দেশ দৃষ্টিপটে রাখা উচিত আর এই দিনগুলিতে তো বিশেষভাবে এর উপর অনুশীলন করুন । এই পরিবেশকে বিশেষভাবে সকলে মিলে মনোরম করে তুলতে হবে, যাতে সেই উদ্দেশ্য সাধিত হয় যার জন্য আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি। আর সেই উদ্দেশ্য হল নিজের নৈতিকতা এবং আধ্যাত্মিকতাকে উন্নত করা। এই নৈতিক আচরণই এখানে আগমণকারী অ-আহমদীদের সামনেও ইসলামের উচ্চ মানের বৈশিষ্ট্যাবলী উপস্থাপন করার মাধ্যম হবে। এটি একটি নীরব তবলীগ। অতিথি এবং কর্মী উভয়েই এই নীরব তবলীগ করবেন।

আঁ হযরত (সা.) বলেন, স্বাগতিকের মধ্যে উন্নত আচরণের থেকে বেশি গম্ভীর বস্ত অন্যটি নেই। এছাড়াও উন্নত আচরণের অধিকারী নামায এবং রোযার বিষয়ে নিয়মানুবর্তীতার মর্যাদা লাভ করে। (সুনানে আবু দাউ, কিতাবুল আদাব, বাব ফি হুসনিল খালকে, হাদীস- ৪৭৯৮-৪৭৯৯) অর্থাৎ পুণ্য করার তৌফিক লাভ করে। আর বিশেষ করে সে যখন আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পুণ্যের তৌফিক পায়, তখন ইবাদতের প্রতিও তার মনোযোগ তৈরী হয়। আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতার তৌফিক লাভ করে। অর্থাৎ আমি আল্লাহ্ তা'লার আদেশানুসারে উন্নত আচরণ প্রদর্শন করছি আর এই কৃতজ্ঞতাই ইবাদতের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে। অর্থাৎ উন্নত মানের একটি পুণ্য আরও অনেক পুণ্য কর্ম করার তৌফিক দিতে থাকে। একটি পুণ্য আরও অনেক পুণ্যের জন্ম দিতে থাকে।

অতএব কর্মীরা বিশেষ করে এই বিষয়টিকে আবশ্যক করে নিন যে, অপরের আচরণ যেমনই হোক না কেন, তাদের চেহারায় যেন সব সময় হাসি থাকে। এই বাহ্যিক অবস্থার প্রভাব মনের মধ্যেও পড়ে আর মনের মধ্যেও কোন কঠোরতা সৃষ্টি হবে না। আর মনের মধ্যে যখন অকারণে কঠোরতা তৈরী হবে না, তখন সিদ্ধান্তও ভুল হবে না যা অনেক সময় ক্রোধ ও উত্তেজনার সময় হয়ে থাকে।

আঁ হযরত (সা.) -এর এই বৈশিষ্ট্যের সর্বোন্নত মানের বিষয়ে বর্ণনা করতে গিয়ে এক সাহাবী বর্ণনা করেন যে, আমি আঁ হযরত (সা.)- এর থেকে বেশি হাস্যোৎফুল্ল চেহারা কারো দেখি নি।

(সুনানুত তিরমিযী, আবওয়াবুল মানাকেব)

আঁ হযরত (সা.) তাঁর অনুসারীদের এই উপদেশও দান করেছেন যে, নম্রতা প্রদর্শন কর, কেননা, যাকে নম্রতা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে তাকে পুণ্য থেকেও বঞ্চিত করা হয়েছে।

(সহী মুসলিম, কিতাবুল বির ওয়াসসিলাহ)

এই বিষয়টি কর্মীবৃন্দ এবং অংশগ্রহণকারীরাও যদি বুঝে যায় তবে তারা এই পরিবেশের বরকতের কারণে আশিস ও কল্যাণ দ্বারা নিজেদের ভাণ্ডার পূর্ণকারী হবে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় কর্মীরা প্রত্যেক অতিথির আন্তরিকভাবে সেবা করে থাকেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও কারো মনে যদি এই ধারণার উদয় হয় যে, অমুক ব্যক্তির প্রতি বেশি যত্ন নেওয়া হচ্ছে এবং আমার কম খাতির যত্ন হচ্ছে, তবে সেই ধারণা দূর করার চেষ্টা করা উচিত। অর্থাৎ যদি কারো মনে এই ধারণার উদ্রেক হয় তবে কর্মীরা যেন তার নিরসন করে। সেই সঙ্গে জলসায় অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যেও বলব যে, জলসার এই ব্যাপক ব্যবস্থাপনা আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে সম্পাদিত হচ্ছে। যেকথা আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এরা কেউই আমাদের পেশাকর্মী নন। অনেকে আছেন যারা বেশ উচ্চ পদের অধিকারী। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) -এর অতিথিদের সেবার জন্য তাঁরা এক আবেগ রাখেন। এছাড়াও যুবকরা মাধ্যমিক স্কুল এবং ইউনিভার্সিটিতে পাঠরত রয়েছে। এতে ছেলে ও মেয়ে উভয়ই রয়েছে। অনুরূপভাবে শিশু ও কিশোররাও রয়েছে। এরা প্রত্যেকেই এক আবেগ ও আন্তরিকতা নিয়ে সেবা করে থাকে। তাই যদি কোন ছোট খাট ত্রুটি ও দুর্বলতা দেখেন তবে তা উপেক্ষা করুন এবং একটিই উদ্দেশ্যে সামনে রাখুন অর্থাৎ কেবল আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসুলের বাণী শোনার জন্য এখানে একত্রিত হয়েছেন। যখন এই উদ্দেশ্য সামনে থাকবে তখন কোন প্রকার অভিযোগ অনুযোগের প্রশ্নই উঠে না। জলসার কাজকর্মের জন্য যথারীতি একটি ব্যবস্থাপনা রয়েছে। বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে যা কাজের সুবিধার জন্য গঠন করা হয়েছে। যদি কোন অতিথি কোন বিভাগের মধ্যে খামতি দেখতে পান বা যেভাতে তিনি মনে করেন যে, এইভাবে আতিথেয়তা হওয়া উচিত বা এমনভাবে

আপ্যায়ন হওয়ার তাদের অধিকার কিন্তু তা হচ্ছে না, তবে সেক্ষেত্রে কর্মীদের সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত না হয়ে বিভাগীয় ইনচার্জকে লিখিত জানান। এই বছর দুর্বলতা দূর করা যেতে না পারলেও আগামী বছরে দৃষ্টিতে থাকবে এবং আমাদের জামাতীয় ব্যবস্থাপনার এটিই সৌন্দর্য আর যে যে দুর্বলতা চিহ্নিত হয় সেগুলি দূরা চেষ্টা করা হয় বা চেষ্টা করা উচিত।

অতিথিসেবার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হল খাদ্যপ্রস্তুতি বিভাগ। জলসার দিনগুলিতে লঙ্গরের বিশেষ গতানুগতিক খাদ্যগুলিই প্রস্তুত হয়। আর বর্তমানে পৃথিবীর সর্বত্র যেখানেই জলসা অনুষ্ঠিত হয় বা অন্ততঃপক্ষে সেই সমস্ত স্থানগুলিতে যেখানে পাকিস্তানী ও ভারতীয়দের সংখ্যা বেশি সেখানে সেই সমস্ত খাদ্যই রান্না করা হয়। কিন্তু কিছু খাদ্য এমন রয়েছে যেগুলি কেবল বিদেশীদের জন্য নির্দিষ্ট রয়েছে। বিদেশী বলতে অ-পাকিস্তানী বা অ-ভারতীয়দেরকে বোঝানো হচ্ছে। যেরূপ আমি উল্লেখ করেছি, জলসায় অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশই পাকিস্তানী বা ভারতীয় অঞ্চলের। এই কারণে এই বিশেষ অর্থাৎ খাদ্য মাংস-আলু, ডাল এবং রুটি লঙ্গরে প্রস্তুত করা হয়। খাবার তো নিজের মত করে খাওয়াবেন, কিন্তু খাদ্য প্রস্তুতকারকগণ অবশ্যই এবিষয়ের উপর দৃষ্টি রাখবেন খাবার যেন ভালভাবে রান্না হয়, বিশেষ করে মাংস যেন ভালভাবে রান্না হয়। আমি জানতে পেরেছি যে, কাল মাংস ভালভাবে সেদ্ধ হয় নি। কাল অতিথির সংখ্যা কম ছিল, তাই বেশি অভিযোগ আসে নি হয়তো। কিন্তু আজও যদি একই অবস্থা হয়, তবে ব্যবস্থাপনাকে এবিষয়টি নিয়ে গম্ভীর হতে হবে। যদি মাংসের গুণমান ভাল ছিল না, ব্যবস্থাপনাকে সত্বর সে বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত যাতে ভাল মানের মাংস পাওয়া যায়। আমি আশা করি, অতিথিরা এ বিষয়ে অভিযোগ করবে না, ইনশাআল্লাহ। কিন্তু অভিযোগ করলে তা যথোচিত হবে। অভিযোগ করলে ক্রোধভরে নয়, বরং বিনম্রতা সহকারে ব্যবস্থাপনাকে এ দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করুন যে এদিকে ত্রুটি রযেছে, এর সংশোধ করুন। এভাবে খাবারও নষ্ট হয় আর আমাদেরকে রিযকের হিফাযত করারও নির্দেশ রয়েছে।

জলসায় অংশগ্রহণকারীদের এবিষয়ের প্রতিও দৃষ্টি দেওয়া উচিত যে, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, ইসলামে এটিও একটি উন্নত চরিত্র যে, মোমিন বৃথা ও অনর্থক কথাবার্তা ত্যাগ করে। (সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুল ফিতন)। এই জলসা যেটিকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কেবল ঐশী জলসা আখ্যায়িত করেছেন, এতেও যাবতীয় প্রকারের বৃথা কথা বার্তা এবং সময় অপচয় হওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত বা সময় অপচয় করা থেকে বিরত থাকা উচিত এবং জলসায় অনুষ্ঠানমালা মনোনিবেশ সহকারে শুনুন। বক্তাগণ আপনারে পছন্দের হোক বা না হোক, বক্তৃতার বিষয়বস্তু এমন রাখা হয় যা সকলের জন্য উপযোগী এবং প্রত্যেক বক্তব্যে কোন কোন বিষয় এমন থাকে যা কারো মনে প্রভাব ফেলে। তাই মন দিয়ে শুনলে এর প্রভাবও পড়বে। একান্ত বাধ্যবাধকতা ছাড়া জলসা প্রাঙ্গন থেকে উঠে চলে যাবেন না। এই মূহুর্তে যেমন উপস্থিতি রয়েছে, জলসার সময়ও এমন উপস্থিতি কাম্য, যাতে ছোট বড় সকলে জলসার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারে এবং তারা নিজেদেরকে ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত করে আর এর জন্য চেষ্টা করুন। বর্তমানের জাগতিকতার পরিবেশে কিশোর ও যুবকদেরকে ধর্মের গুরুত্ব বোঝানো এবং এর সঙ্গে সম্পৃক্ত রাখা পিতামাতার অনেক বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এদিকটি বিশেষ মনোযোগ দাবি করে। প্রত্যেক মা এবং বাবাকে এর জন্য চেষ্টা করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন।

তরবীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে এবং ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ইবাদত । এরজন্য আমাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। জলসার অনুষ্ঠানমালা এবং মুসাফিরদের কারণে (অনেক মানুষ বাইরে থেকে এসেছেন) আমরা আজকাল নামায 'জমা' করছি। তাই এবিষয়ে নিয়মনিষ্ঠ হওয়া জরুরী। নিজেও এবিষয়ে নিয়মানবর্তী হন আর হাদীকাতুল মাহদীতে থাকলে ছোটদেরকেও নামাযে অব্যশই নিয়ে আসুন। ফজর, মগরিব এবং ইশার নামাযের সময় যদি এখানে না থাকে, তারা বাড়ি চলে যায় তবে সেখানে নিকটতম সেন্টার বা মসজিদে নামাযের জন্য নিয়ে যান আর সেন্টার বা মসজিদ থেকে বাড়ি যদি দূরে হয় তবে বাড়িতে বা-জামাত নামাযের ব্যবস্থা হওয়া উচিত। অনুরূপভাবে যে সমস্ত কর্মীরা নামাযের সময়ে ফ্রি রয়েছে এখানে এসে বা-জামাত নামায পড়ুন আর যারা কর্তব্যরত অবস্থায় রয়েছে, কাজ শেষ করে সর্বপ্রথম নামায পড়ুন। ডিউটি প্রদানকারী ব্যবস্থাপনার বা ইনচার্য যারা রয়েছেন তাদেরও যেন এদিকে দৃষ্টি থাকে যে, নামাযের সময়ের দিকে লক্ষ্য রেখে ডিউটি লাগাতে হবে। ডিউটির কারণে নামাযের সময় পেরিয়ে যাচ্ছে, এমনটি যেন না হয়। এমন শিফট হওয়া উচিত যাতে এক শিফট থেকে দ্বিতীয় শিফট নামায পড়ার সুযোগ পায়। যদি আমাদের নামাযের প্রতি মনোযোগ না থাকে তবে সমস্ত কাজই বৃথা।

ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিকোণ থেকে আরও কয়েকটি কথা বলতে চাই। যারা নিজেদের গাড়ি নিয়ে আসেন তারা ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সহযোগিতা করুন আর যেখানে এবং যেভাবে গাড়ি পার্ক করতে বলা হয় সেভাবেই করুন। অনেক সময় পার্কিংয়ে সমস্যা তৈরী হয়। অনেকে হঠকারিতা করে এবং নিজের ইচ্ছামত পার্কিং করানোর জন্য কর্মীদের সঙ্গে বাগ-বিতন্ডায় লিপ্ত হয়। এর ফলে ব্যবস্থাপনা বিগড়ে যায় এবং অনেক সময় এর ফলে ঝুঁকি তৈরী হয়। অনেক সমস্যার দেখা দেয়া বা বিপদ তৈরী হয়। অনুরূপভাবে এখানে জলসা প্রাঙ্গণ ছাড়া যারা মসজিদ ফযলে নামায পড়তে আসেন, তাদের সম্পর্কে আমি গত রবিবার কর্মীদেরকে এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম যে তারা যেন ডিউটি দেয়, কিন্তু এখানে আসা জলসায় অংশগ্রহণকারী এবং অতিথিরা যারা সেই এলাকায় গিয়ে নামায পড়বেন তাদেরও স্মরণ রাখা উচিত যে, যারা মসজিদ ফযলে নামায পড়তে আসেন তারাও নিজেদের গাড়ি এমন স্থানে দাঁড় করান যেখানে প্রতিবেশীদের পথ না রুদ্ধ হয়, তাদের বাড়ির প্রবেশ পথে বাধা তৈরী না হয় এবং তাদের অসুবিধা না হয়। রবিবার আমি কর্মীদেরও বলেছিলাম যে, আমাদের প্রতিবেশী অভিযোগ করে থাকে যে, তোমরা নিজেদের গাড়ি আমাদের বাড়ির সামনে এমনভাবে দাঁড় করিয়ে রাখ যে, আমাদের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। আমরা না পারি আমাদের গাড়ি বের করতে, না পারি বাড়ির মধ্যে নিয়ে যেতে। যাদের সঙ্গে বছরের পর বছর ধরে সম্পর্ক রয়েছে বা ঈদে যাদেরকে উপহার দেওয়া হয় বা জলসার দিনগুলিতে যোগাযোগের জন্য যাওয়া হয়, তাদের অনেকে এতদুর পর্যন্ত বলেছে যে, তোমরা বল খিলাফত তোমাদের পথ-প্রদর্শন করে, তোমরা খিলাফত সম্পর্কে বড় বড় কথা বল যে আমরা কোথায় মানি। হয় তোমাদের খলীফা তোমাদেরকে প্রতিবেশীদের অধিকার সম্পর্কে বলে না কিম্বা তোমরা তার কথা শোন না। অন্যরা যে এমন কথা বলেছে তা আমাদের প্রত্যেকের জন্য লজ্জাকর। আমাকে অবশ্যই একথা অত্যন্ত লজ্জিত করেছে এবং তাদের এই কথা একেবারে যথাযথ। আমরা যদি বন্ধ করে থাকি তবে এই দুটি কারণই হতে পারে। অতএব এদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিন। নিজেকে কষ্টে ফেলুন কিন্তু কখনও প্রতিবেশীর পথ বন্ধ করবেন না, কষ্ট দিবেন না। ইসলাম প্রতিবেশীদের যতটা অধিকার দেওয়ার উপদেশ দেয়, অন্য কোন ধর্ম এমন সুস্পষ্টভাবে এর উপদেশ দেয় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি আমাদের মধ্যে কতক এর উপর আমল না করে তবে তা লজ্জাজনক আর সে অপরাধী। আমি বিশেষ করে সেই সমস্ত লোকেদের বলছি যারা লন্ডন এবং ইউরোপের বাইরে থেকে এসেছেন, জার্মানি এবং আশপাশের দেশগুলি থেকে মানুষ নিজেদের গাড়ি করে আসে, তারা যেন এ বিষয়ের বিশেষ খেয়াল রাখেন। অনেকে আছেন যারা খেয়াল রাখেন না। আমাকে বলা হয়েছে যে, ডিউটিরত যুবকরা যখন তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তখন তারা অসঙ্গত আচরণ করে এবং অনুচিত পন্থায় কথাবার্তা শুরু করে। একে তো ভুল জায়গায় পার্কিং করে অপরাধ করছে, প্রতিবেশীর অধিকার হরণ করার অপরাধ করছে, অপরদিকে এমন আচরণের দ্বারা কিশোর ও যুবকদের মনে বড়দের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাকে নষ্ট করে দিচ্ছে। পরে সেই কিশোররাও সেভাবেই কথা বলবে, অসভ্যতাও করবে। তাই কেন তাদেরকে পরীক্ষার মধ্যে ফেলছেন? তাই এমন আচরণ প্রদর্শনকারীদের জলসায় খরচ করে এবং সফর করে আসা বৃথা। তাদের না আসাই ভাল। যেরূপ আমি বলেছি তারা কেবল ক্ষতিই করছে না বা আল্লাহ্ তা'লার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে শিশু ও কিশোরদের তরবীয়তও নষ্ট করছে। তাই এরপর থেকে এবিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখবেন।

ব্যবস্থাপনার মধ্যে থেকে পরিচ্ছন্নতা বিভাগও রয়েছে। এদিকেও বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। সব সময় স্মরণ করিয়ে থাকি যে, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতাও ঈমানের অংশ। এই কারণে আমাদের সব সময় স্মরণ রাখা উচিত। অতিথিরা যখন স্নানাগার ও শৌচালয় ব্যবহার করেন তখন পরিস্কার ও শুষ্ক করে দিয়ে আসবেন। কিছু অভিযোগ পাওয়া যায় যে, এত পানি থাকে অন্য কোন ব্যক্তি যেতে পারে না। কর্মীদেরও এটি কাজ, কিন্তু কেবল কর্মীদের উপরই ছেড়ে দিবেন না, নিজেরাও এবিষয়ে তাদের সাহায্য করবেন। অনুরূপভাবে রাস্তায় ও খোলা ময়দানে গ্লাস, টিনের কোন টুকরো অথবা প্লাস্টিকের প্যাকেট পড়ে থাকতে দেখতে পেলে কুড়িয়ে ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করুন। বর্তমানে আরও একটি জরুরী করণীয় বিষয় রয়েছে। বৃষ্টি না হওয়ার কারণে ঘাস অনেক বেশি শুষ্ক হয়ে পড়েছে যাতে আগুন লাগারও আশঙ্কা থাকতে পারে। যদিও তা কেটে ফেলে এবং অন্য ব্যবস্থা করে নিরাপদ করার চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও কোন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাই সতর্ক থাকা উচিত। কর্তব্যরত কর্মী এবং অতিথিদেরকেও এবিষর উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখুন যে, দাহ্যপদার্থ বা জ্বলন্ত কিছু মাটিতে ফেলবেন না। যাইহোক এটি বাস্তবতা আর প্রকৃত ঘটনা বলে দেওয়া উচিত যাতে ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। কারো যদি ধুমপানের অভ্যাস থাকে, তবে এমনিতেই এই

দিনগুলিতে হাদীকাতুল মাহদীর সীমা থেকে দূরে গিয়ে সিগরেট সেবন করা উচিত। কিন্তু কেউ যেন এর এই অর্থ না বের করে যে, আমি সিগারেট খাওয়ার অনুমতি দিচ্ছি আর এটিকে খারাপ মনে করে করি না। অবশ্যই এটি একটি গর্হিত কাজ আর এর থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করা উচিত। এ সম্পর্কে আমি খুতবা দিয়েছি। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এটিকে যদিও 'হারাম' আখ্যায়িত করেন নি, কিন্তু তিনি (আ.) পছন্দও করতেন না। অনেক ক্ষেত্রে তিনি এর প্রতি বিতৃষ্ণা প্রকাশ করেছেন এবং এটি থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিয়েছেন। (মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৩৫ থেকে সংগৃহীত) যে সমস্ত যুবক এতে নেশাদ্রব্য মেশায়, কিছু দুর্নীতিপরায়ণ সমাজ এর অভ্যস্ত হয়, এটি একেবারেই অনুচিত, নিষিদ্ধ এবং পাপের কাজ।

নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে জলসাগাহের ভিতরে এবং বাইরে নিজেদের পরিবেশের উপর দৃষ্টি রাখুন। কোন অশুভ ব্যক্তি কোন ক্ষতি করতে পারে। এদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। সন্দেহজনক কোন বস্তু বা গতিবিধি লক্ষ্য করলে তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থাপনাকে বা নিকটতম ডিউটি প্রদানকারীকে অবগত করুন। মহিলারাও এবিষয়ের উপর বিশেষ দৃষ্টি দিবেন যেন কোন মহিলা মুখ ঢেকে বা নেকাব লাগিয়ে জলসাগাহে প্রবেশ না করে আর গেটে স্ক্যানিং এবং অন্যান্য প্রক্রিয়া যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়। তাদের চেহারা দেখবেন এবং জলসাগাহের ভিতরেও মুখ আবরণমুক্ত থাকা চাই। স্ক্যানিংয়ের বিশেষ ব্যবস্থার কারণে যদি অতিথিদের বিলম্ব হয়, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় তবে সেই অসুবিধাটুকু সহ্য করুন। সতর্কতা এবং নিরাপত্তা অবশ্যই বেশি জরুরী।

মহিলাদের পক্ষ থেকে অনেক সময় এও অভিযোগ আসে যে, তারা শিশুদের মার্কিতে কম হৈ-হুল্লোড় করে, শিশুদেরকে মায়েরা কিছু না কিছু দিয়ে ভুলিয়ে রাখে বা শিশুরা খেলা করতে থাকে বা কিছু খেতে ব্যস্ত থাকে আর চুপ করে খেলতে থাকে, কিন্তু তাদেরকে চুপ করিয়ে দিয়ে মায়েরা মনে করে এখন তাদের চেঁচামেচি করা জরুরী এই কারণে তারা নিজেদের মধ্যে কথা বলতে আরম্ভ করে দেয়। অনেক সময় জলসার বক্তব্যের মাঝেই তারা কথা বলতে থাকে আর একটা ভীষণ গণ্ডগোল লেগে থাকে। আর যে সমস্ত মায়েরা চুপ করে শুনতে ইচ্ছুক তাদেরকেও শুনতে দেয় না। তাই লাজনা এবং সেখানে যারা ডিউটি দেয় তারা এবিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখুন। শিশুদের মার্কিতে শিশুদের চেঁচামেচি তো সহ্য করা যায়, কিন্তু মায়েদের সহ্য করা যায় না। অনুরূপভাবে মহিলাদের পক্ষ থেকে এই অভিযোগও আসে যে, অনেক সময় কিছু মহিলা প্রধান মার্কিতেও বক্তব্যের মাঝে অকারণে কথা বলতে থাকে এবং যারা চুপ করাতে যায় তাদেরকেও অনুচিত ভঙ্গিতে কথা বলে এবং অন্যায়ভাবে উত্তর দেয় যা কোনভাবেই সঙ্গত নয়।

আল্লাহ্ তা'লা সকলক জলসা থেকে অধিকতর কল্যাণমণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন এবং এখন আমি যে সমস্ত কথা বলেছি ও নির্দেশ দিয়েছি বা আপনাদের অনুষ্ঠানলিপিতে যেগুলি লিপিব্ধ রয়েছে সেগুলি পালন করারও তৌফিক দান করুন। কিন্তু একটি কথা স্মরণ রাখবেন, এই সমস্ত নির্দেশাবলীর উর্দ্ধে একটি কথা রয়েছে যা প্রত্যেকের জন্য অত্যন্ত আবশ্যক আর সেটি হল দোয়া। জলসার সফলতার জন্য বিশেষভাবে দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা কেবল নিজ কৃপাগুণে জলসাকে সার্বিকভাবে আশিসমণ্ডিত করুন এবং যাবতীয় প্রকারের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রাখুন এবং আমাদের সকলে যেন সেই কল্যাণের অধিকারী হই যার জন্য আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি।

অনুরূপভাবে একথাও বলতে চাই যে, রিভিউ অব রিলিজিয়নসের অধীনে প্রতিবারের ন্যায় এবছরও তাদের মার্কিতে টিউরিন শ্রাউড (টিউরিনের কাফন) -এর বিষয়ে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। অনুরূপভাবে সেখানেই 'আল-কলম' প্রকল্পও রয়েছে। অর্কাইভ বিভাগের অধীনেও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। এটিও একটি দর্শনীয় বিষয় আর জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য উপযোগী। অনুরূপভাবে এবছর যুক্তরাজ্যের তবলীগ বিভাগ কুরআন করীমের উপর একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছে। আশা করি, এটিও মানুষের জন্য জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য উপযোগী হবে, ইনশাআল্লাহ॥ এটিও দেখুন। এছাড়াও দুটি ওয়েবসাইট- 'True Islam এবং Rational Religion-এর উদ্বোধন হবে। তবলীগ বিভাগ আঁহযরত (সা.) -এর জীবনীর উপর অন-লাইন বক্তব্যের প্রতিযোগীতার আয়োজন করেছে। এতেও মানুষ অংশগ্রহণ করছে। আজ জলসা থেকে তারা এটি আরম্ভ করেছে। যাইহোক এই দিনগুলির রুটিনমত জলসার অনুষ্ঠানামালা হয়ে থাকে, এছাড়াও আরও অন্যান্য প্রোগ্রাম রয়েছে। এই সমস্ত প্রদর্শনী এবং অনুষ্ঠানমালা থেকেও মানুষ উপকৃত হতে চায়। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকল অংশগ্রহণকারীকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর দোয়ার অংশীদার করুন।

****

১ম পাতার শেষাংশ....

খাদ্য আজ আমাদিগকে দাও। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, যাঁহার আধিপত্য আজ পর্যন্তও পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই তিনি কেমন করিয়া খাদ্য দান করিবেন? এখন পর্যন্ত তো সমস্ত ফল-ফসল তাঁহার হুকুমে না হইয়া বরং নিজে নিজেই পাকিতেছে এবং বৃষ্টিও নিজেই বর্ষিতেছে। এমতাবস্থায় তাঁহার কি ক্ষমতা আছে যে, কাহাকেও তিনি খাদ্য দানর করেন? যখন পৃথিবীতে তাঁহার রাজত্ব কায়েম হইবে, তখনই তাঁহার নিকট খাদ্য প্রার্থনা করা সঙ্গত হইবে, এখনও তিনি পৃথিবীর যাবতীয় জিনিস হইতে বে-দখল রহিয়াছেন। এই সমুদয় সম্পত্তির উপর পূর্ণ অধিকার লাভের পর তিনি কোন ব্যক্তিকে খাদ্য দান করিতে পারেন। কাজেই এখন তাঁহার নিকট চাওয়া শোভা পায়। অতঃপর এই অবস্থায় ইহা বলাও শোভনীয় নহে যে- যেরূপ আমরা আমাদের ঋণ-গ্রহীতাদেরকে ক্ষমা করিয়া থাকি তদ্রুপ তুমি তোমার ঋণ মাফ করিয়া দাও কেননা এখনও তিনি পৃথিবীর আধিপত্য লাভ করেন নাই এবং এখনও খৃষ্টানগণ তাঁহার নিকট হইতে পাইয়া কোন কিছু আহার করে নাই- তাহা হইলে আবার কিরূপ ঋণ হইল? সুতরাং এইরূপ 'রিক্ত হস্ত' খোদার নিকট হইতে ঋণ মুক্তির কোন প্রয়োজন নাই এবং তাঁহার নিকট হইতে ভয়েরও কোন কারণ নাই, কেননাএখনও পৃথিবীতে তাঁহার আধিপত্য নাই এবং তাঁহার শাসন বিধানের শাস্তি কোন প্রভাব সৃষ্টি করিতে পারে না। তাঁহার কি ক্ষমতা আছে যে, তিনি কোন অপরাধীকে শাস্তি দিতে পারেন, অথবা মূসা (আ.)-এর যুগের অবাধ্য জাতির মত প্লেগ দ্বারা ধ্বংস করিয়া দিতে পারেন, অথবা লূতের (আ.) জাতির ন্যায় তাহাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করিতে পারেন, অথবা ভূমিকম্প, বজ্রপাত বা অন্য কোন শাস্তি দ্বারা অবাধ্যচারীদিগকে বিনাশ করিয়া দিতে পারেন। কেননা এখনও পৃথিবীতে খোদাতালার আধিপত্য নাই? অতএব যেহেতু খৃষ্টানদের খোদা তেমনি দুর্বল যেমন দুর্বল ছিল তাঁহার পুত্র, এবং তিনি তেমনি অধিকার হইতে বঞ্চিত যেমন তাঁহার 'পুত্র' বঞ্চিত ছিল, সে ক্ষেত্রে পুনরায় তাঁহার নিকট এইরূপ প্রার্থনা করা নিষ্ফল যে- আমাদিগকে ঋণ ক্ষমা করিয়া দাও। তিনি কখন ঋণ দিয়াছিলেন যে, তাহা ক্ষমা করিবেন, কারণ এখনও তো পৃথিবীতে তাঁহার রাজত্বই নাই? যেহেতু পৃথিবতে তাহার রাজত্ব নাই, পৃথিবীর উদ্ভিদ তাঁহার আদেশে উৎপন্ন হয় না এবং পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুও তাঁহার নহে বরং এই সব কিছুই নিজে নিজেই হইয়াছে, কারণ পৃথিবীতে তাঁহার আদেশ কার্যকরী নহে, এবং যেহেতু তিনি পৃথিবীর অধিনায়ক ও অধীশ্বর নহেন, কোন পার্থিব সুখ-সম্পদ তাঁহার রাজকীয় আদেশাধীন নহে, সুতরাং শাস্তি দিবারও তাঁহার কোন ক্ষমতা ও অধিকার নাই। অতএব নিজের খোদাকে এইরূপ দুর্বল মনে করা এবং পৃথিবীতে থাকিয়া তাঁহার নিকট কোন কাজের প্রত্যাশা করা বোকামী বৈ কিছু নহে; কারণ পৃথিবীতে এখন তাঁহার আধিপত্য নাই।

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন,খণ্ড-১৯, পৃষ্ঠা: ৪০-৪৩)

বদর পত্রিকা সংরক্ষণ করুন

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর যুগের স্মারক 'বদর পত্রিকা' ১৯৫২ সাল থেকে নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাদিয়ান দারুল আমান থেকে প্রকাশিত হচ্ছে এবং জামাত আহমদীয়ার সদস্যদের ধর্মীয় চাহিদা পূরণ করে চলেছে। এতে কুরআনের আয়াত, মহানবী (সা.)-এর হাদীস, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মালফুযাত ও লেখনী ছাড়াও সৈয়্যদানা হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সাম্প্রতিক খুতবা ও ভাষণ, বার্তা, প্রশ্নোত্তর আকারে খুতবা জুমা, হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সফরের ধর্মীয় ও জাগতিক জ্ঞান সমৃদ্ধ ঈমান উদ্দীপক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়ে থাকে। এর অধ্যায়ন করা, অপরের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং এর মাধ্যমে সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষা করা আমাদের সকলের কর্তব্য। এই সমস্ত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বদর পত্রিকার প্রত্যেকটি সংখ্যা যত্ন করে নিজের কাছে রেখে দেওয়া আমাদের সকলের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। ধর্মীয় শিক্ষা-দীক্ষা সম্বলিত এই পবিত্র পত্রিকা সম্মানের দাবি রাখে। অতএব এটিকে বাতিল কাগজ হিসেবে বিক্রি করা এর সম্মানকে পদদলিত করার নামান্তর। এটিকে যত্ন করে রাখা যদি সম্ভব না হয়, তবে সেগুলিকে অতি সাবধানে নষ্ট করে দিন যাতে এই পবিত্র লেখনী গুলির অসম্মান না হয়। আশা করা যায়, জামাতের সদস্যবর্গ এদিকে বিশেষ মনোযোগ দিবেন এবং এর থেকে যথাসম্ভব উপকৃত হওয়ার মাধ্যমে বিষয়গুলিকে দৃষ্টিপটে রাখবেন।

(সম্পাদকীয়)

বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা
বর্তমান যুগের কঠিন পরিস্থিতি

৬ই অক্টোবর ২০১৫ হল্যান্ডের পার্লামেন্টে প্রদত্ত ভাষণ

পটভূমিকা

৬ই অক্টোবর ২০১৫-তে বিশ্ব ব্যাপী আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাতের প্রধান হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ পঞ্চম (আইঃ) নেদারল্যান্ডের রাজধানী দি হেগ-এ অনুষ্ঠিত নেদারল্যান্ড ন্যাশনাল পার্লামেন্টের স্ট্যান্ডিং কমিটির বিশেষ অধিবেশনে একশত-র ও বেশি অভ্যাগত এবং বুদ্ধিজীবিদের সামনে এক ঐতিহাসিক বক্তব্য তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে জনাব ভেন বোমেল সাহেব পার্লামেন্ট হাউসে হুজুরকে স্বাগতম জানিয়ে কমিটির সদস্যদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। এছাড়াও তিনি পার্লামেন্ট সদস্য, অন্যান্য দেশের কুটনীতিক, বিভিন্ন দেশের রাষ্টদূত আলবেনিয়া, ক্রোয়েশিয়া, আয়ারল্যান্ড, মন্টেনাগ্রো, স্পেন, সুইডেন থেকে ও আগত সম্মানীয় প্রতিনিধিবর্গকে স্বাগত জানান।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম-আল্লাহর নামে যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, বারবার দয়াকারী।

আপনাদের উপর আল্লাহ্‌র করুণা ও শান্তি বর্ষিত হোক। প্রথমত: আমি আজকের এই অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপকদের কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যারা আজ আমাকে এখানে কিছু বলার সুযোগ দিয়েছেন।

আজকের বিশ্বে আমরা লক্ষ্য করছি যে, কিছু বিষয় ধারাবহিকভাবে শিরোনাম হিসাবে সামনে আসছে এবং আমাদের যুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসাবে সেগুলিকে বিবেচনা করা হচ্ছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কিছু মানুষ বিশ্ব উষ্ণায়ণ এবং জলবায়ূ পরিবর্তন সংক্রান্ত সমস্যাবলীর উপর গুরুত্ব আরোপ করে চলেছেন। আবার কিছু মানুষ এমন ও আছেন যারা বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়া সংঘর্ষ বা ক্রমবর্ধমান যে অশান্তময় পরিস্থিতি সেটিকে এই সমস্যা আখ্যায়িত করছে। আমরা যদি পরিস্থিতির সঠিকভাবে পর্যালোচনা করি তাহলে দেখবো যে, বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা সত্যই আমাদের যুগের বড় জটিল একটি সমস্যার রূপ নিয়েছে। নিশ্চিতভাবে এ বিশ্ব প্রতিনিয়ত অস্থিতিশীল এবং ভয়াবহ হয়ে উঠছে। এর সম্ভাব্য বেশ কিছু কারণ আছে যার মধ্যে একটি হল অর্থনৈতিক দূরাবস্থা যা বিশ্বের অনেক অংশকে প্রভাবিত করেছে।

আর একটি কারণ হল ন্যায় বিচারের অভাব, যা বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র নায়কদের পক্ষ থেকে তাদের স্বজাতি এবং অন্যদের প্রতি প্রদর্শিত হচ্ছে। আরও একটি সম্ভাব্য কারণ এটি হতে পারে যে, কিছু ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ বিশ্ব সংকট ও শান্তির পথ তাদের দায়িত্বাবলী সঠিকভাবে পালন করছে না এবং নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থকে বৃহত্তর সামগ্রিক শান্তির উপর প্রাধান্য দিচ্ছে। যতদূর আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রশ্ন সেখানে বিবাদের একটি মূল কারণ হল ধনী এবং গরীব দেশগুলির মধ্যে বৈষম্য ও অসামঞ্জস্য। দেখা গেছে যে, বিশ্বের শক্তিশালী জাতিগুলি প্রায় সময় দরিদ্র জাতিগুলির প্রাকৃতিক সম্পদ পেতে তাদের ন্যায্য অংশ আদায় না করে লাভবান হতে চায়।

এভাবে বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাব্য কারণ সমূহের একটি দীর্ঘ তালিকা রয়েছে। এর কয়েকটি মাত্র আপনাদের সম্মুখে উল্লেখ করলাম। এর কারণ যাই হোক না কেন আমি নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করি যে, বিশ্বে শান্তির যে অভাব এটি আজকের প্রজন্মের সবচেয়ে বড় একটি সমস্যা। আপনাদের মধ্যে অনেকে বলতে পারেন যে, মুসলিম বিশ্বে আজ সবচেয়ে বেশি শান্তির ঘাটতি দেখি এবং মুসলিম বিশ্বের আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলাই হল বিশ্বব্যাপী এই নৈরাজ্যের মূল কারণ।

আপনাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো ভাবতে পারেন যে, যেহেতু আমিও বিশ্ব মুসলিম সমাজের একটি বৃহৎ অংশের অর্থাৎ আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিনিধিত্ব করি সুতরাং এহেন পরিস্থিতির জন্য আমিও অনেকাংশে দায়ী। হয়তো আপনারা এটিও ভাবতে পারেন যে, বিভিন্ন সন্ত্রাসী দল ও উগ্রপন্থার বিস্তৃতি লাভের জন্য ইসলামী শিক্ষাবলী অনেকাংশে দায়ী। কিন্তু ইসলামের সঙ্গে এমন ঘৃণা এবং বিশৃঙ্খলাকে সম্পৃক্ত করা অনেক বড় একটি অন্যায়।

এখানে ধর্মের ইতিহাস সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু অবশ্যই বলতে চাইবো যে, সব ধর্মের ইতিহাস যসিততার সাথে পড়েন তবে আপনারা দেখবেন যে, সব ধর্মের অনুসারীরা তাদের ধর্মের মূল শিক্ষা থেকে কালের অনন্ত প্রবাহে দূরে সরে গেছে। এর ফলে আভ্যন্তরীন দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের জন্ম হয়েছে। যার ফলে সংঘর্ষমাথা চাড়া দিয়েছে এবং মানুষকে হত্যা করা হয়েছে।

এটি দৃষ্টিপটে রেখে আমি অবশ্যই স্বীকার করবো যে, মুসলমানরাও তাদের ধর্মের মূল শিক্ষা থেকেও দূরে সরে গিয়েছে। ফলে অশান্তি ও অস্বাস্থ্যকর প্রতিদ্বন্দ্বিতা মাথা চাড়া দিয়েছে। আর এর ফলশ্রুতিতে দলাদলি ও সহিংসতা এবং অন্যায়ের জন্ম হয়েছে। যাই হোক একজন সত্যিকার মুসলমানের দৃষ্টিকোণ থেকে আমার বিশ্বাস এসব কিছু দেখে মোটেই দুর্বল হয় না। এর কারণ হল প্রায় চোদ্দশত বছর পূর্বে ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, কালের প্রভাবে ইসলামের শিক্ষাকে কলুষিত করা হবে। আর মুসলমান নৈতিক অধঃপতনের শিকার হবে। কিন্তু এর সাথে তিনি (সাঃ) এই ভষ্যিদ্বাণীও করেছেন যে, এমন আধ্যাত্মিক অমানিশার এই যুগে এক সংস্কারককে আল্লাহ্‌তা'লা প্রেরণ করবেন প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্‌দী রূপে মানব জাতিকে সঠিক পথের দিশা দেওয়ার জন্য এবং তাদেরকে ইসলামের সত্যিকার শিক্ষার দিকে ফিরিয়ে আনার জন্য। যেভাবে রসূল (সাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাতের নেতা এবং প্রধান আমাদেরকে ইসলামের মৌলিক এবং শান্তি প্রিয় শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে অবহিত করেছেন।

সুতরাং আমরা আহ্‌মদীরা সে সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত নই যারা আজকের বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির জন্য দায়ী।

বরং আমরা পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্টা করতে চাই। আমরা বিশ্বের নিরাময় এবং বিশ্ব মানবতাকে সংঘবদ্ধ করতে চাই। আমরা সকল ঘৃণা আর শত্রুতাকে ভালোবাসা আর স্নেহে বদলে দিতে চাই। আর সব চেয়ে নিশ্চিত কথা হল আমরা এমন জাতি যারা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সব কিছু উজাড় করে দিতে চাই। একজন ধর্মীয় নেতা হিসাবে আমি বলবো যে, পরস্পরকে অভিযুক্ত করে রাগান্বিত করার পরিবর্তে আমাদের সত্যিকার এবং দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা উচিত।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা আমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ নীতি সম্পর্কে অবহিত করেছেন। তিনি বলেন শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আবশ্যক হল মানব জাতির খোদাতা'লার গুণাবলী যথাসাধ্য অনুসরণ ও অনুকরণ করা।

তিনি (আঃ) বলেন এ উদ্দেশ্যে মানুষের চিরস্থায়ী কল্যাণার্থে কাজ করতে হবে এবং মানবতার কল্যাণ এবং উন্নতি একটা দৈহিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি, যা সরাসরি খোদাতা'লার গুণাবলী অবলম্বনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা বর্তমান যুগের কঠিন পরিস্থিতি বিশ্ব সংকট ও শান্তির পথ কেননা খোদাতা'লার গুণাবলী অবলম্বনের মাঝেই সমস্ত শান্তি উৎসারিত। এটা কোরআন শরীফের সর্ব প্রথম আয়াতে আল্লাহ্‌তা'লা বলেছেন যে, সেই আল্লাহ্ যিনি সারা বিশ্ব জগতের প্রতিপালক। অর্থাৎ তিনি তিনি সকল মানুষের ও সকল প্রকার সৃষ্টির মালিক এবং অধিপতি। তিনি শুধু মুসলমানদেরই প্রভু নন, বরং তিনি খ্রষ্টানদেরও প্রভু ইহুদীদেরও প্রভু ও হিন্দুদেরও প্রভু- ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবার তিনি অধিপতি।

আল্লাহ্‌র সৃষ্টির প্রতি তার ভালোবাসা ও অনুগ্রহ অতুলনীয় এবং অনন্য। তিনি দয়ালু এবং কৃপাকারী। তিনি শান্তির উৎস। তাই ইসলাম যখন বলে যে, একজন মুসলমানের খোদাতা'লার গুণাবলী অবলম্বন ও অনুসরণ করা উচিৎ। সেক্ষেত্রে স্মরণ রাখতে হবে যে, এমন পরিস্থিতিতে একজন মুসলমান অপর কারোর ক্ষতির কারণ হতেই পারে না, বরং সত্যিকারের মুসলমানের বিশ্বাস

সমগ্র মানবতাকে ভালোবাসতে বাধ্য করে এবং সবাইকে সম্মান ও শ্রদ্ধা এবং সহমর্মীতার সাথে দেখার শিক্ষা দেয়।

প্রায়শই এ প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় যে, ইসলাম যদি শান্তির ধর্ম হয়ে থাকে তবে কোরআন কেন যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করেছে। যাই হোক এই অনুমতির বিষয়কে সেই প্রেক্ষাপটে বুঝতে হবে যে কথা আমি উল্লেখ করলাম। দীর্ঘস্থায়ী শান্তিকে প্রতিষ্ঠিত রাখা এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এবং চিরস্থায়ী শান্তির জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে শাস্তি এবং সাবধান বাণী ও আবশ্যক হয়ে যায়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে যখন আল্লাহ্‌তা'লা যুদ্ধের অনুমতি দিয়েছেন সেক্ষেত্রে অনুমতি দেওয়া হয়েছে কেবল শান্তি প্রতিষ্ঠার এবং আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে। এটি চরম অন্যায় কথা যে, বিশ্বের কিছু নেতা এবং সাধারণ মানুষ কোরআন এবং ইসলামের রসূল (সাঃ)-কে সহিংসতা ও নিষ্ঠুরতার সাথে সম্পৃক্ত করে। আপনি যদি কোরআন এবং রসূলে করীম (সাঃ)-র জীবনাদর্শকে নিরপেক্ষভাবে পাঠ করেন তাহলে দেখবেন যে, ইসলাম সকল প্রকার উগ্রতা এবং রক্তপাতে বিরোধী।

সময়ের স্বল্পতার দরুন বিস্তারিত আলোচনায় হয়তো যেতে পারবো না। কিন্তু আমি কয়েকটি মৌলিক ইসলামি শিক্ষা আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। যা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করবে যে, ইসলাম একটি শান্তির ধর্ম। আমি যেভাবে বলেছি যে, একটা মৌলিক এবং সাধারণ আপত্তি যা ইসলামের বিরুদ্ধে করা হয় তা হল ইসলাম উগ্রতার শিক্ষা দেয় এবং যুদ্ধে উৎসাহিত করে। কিন্তু সত্যের সাথে এ কথার দূরতম সম্পর্ক নেই। কোরআন শরীফের সূরা বাকারার ১৯১নম্বর আয়াতে আল্লাহ্‌তা'লা বলেন যে, যুদ্ধ শুধুমাত্র আত্মরক্ষামূলকভাবে করা বৈধ। এই আয়াতের পুনরাবৃত্তি সূরা হজ্জের ৪০ নম্বর আয়াতে বিস্তারিতভাবে করা হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে যে, যুদ্ধের অনুমতি কেবল তাদেরকে দেওয়া হয়েছে যাদের উপর আক্রমণ করা হয়েছে বা যাদের উপর যুদ্ধ চাপানো হয়েছে। পুনরায় আল্লাহ্‌তা'লা মুসলমান সরকারকে যে যুদ্ধের অনুমতি দিয়েছেন তা শুধু ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং বিশ্বাসের স্বাধীনতার জন্য দিয়েছেন। সূরা বাকারার ১৯৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্‌তা'লা মুসলমানদের এ আদেশ দিয়েছেন যে, যেখানে ধর্মীয় স্বাধীনতার বাতাবরণ বিরাজমান সেখানে যেন যুদ্ধ না করা হয়। তাই কোন মুসলমান দেশ, সংগঠন অথবা কোন ব্যক্তির কোন যুদ্ধ বা আইন পরিপন্থী কাজে অংশ নেওয়ার অনুমতি নেই। সে দেশের বিরুদ্ধেই হোক বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে। এটি স্পষ্ট যে, ইউরোপ এবং বিশ্বের অনেক দেশের সরকার হল নিরপেক্ষ। তাই মুসলমানদের সে দেশের আইন লঙ্ঘন করার কোন অনুমতি নেই। সহিংসতার সাথে সরকারের বিরোধিতা বা কোন প্রকার বিদ্রোহের অনুমতি নেই। ইসলামের সত্যিকারের শিক্ষানুসারে কোন ব্যক্তি যদি মনে করে যে, কোন দেশে তার ধর্মীয় স্বাধীনতা নেই কিম্বা অমুসলিম দেশে বসবাসকারী যদি কেউ মনে করে যে, তার ধর্মীয় স্বাধীনতা নেই তবে এমন লোকদের কোন প্রকার আইন পরিপন্থী কোন কাজ করার অনুমতি নেই। বরং সে দেশ ছেড়ে তাদের এমন স্থানে হিজরত করা উচিত যে দেশের পরিস্থিতি তার ধর্মের অনুকুল।

কোরআন শরীফের সূরা নহলের ১২৭ নম্বর আয়াতে ইসলামি সরকারকে বলা হয়েছে যে, যদি কখনো তাদের উপর আক্রমণ করা হয়, তাদের উপর যতটা আক্রমণ করা হয়েছে ততটাই আত্মরক্ষা মূলক ব্যবস্থা তারা নিতে পারে। সুতরাং এই দৃষ্টিকোণ থেকে অপরাধ যা করা হয় তার অনুপাতে ব্যবস্থার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সূরা আনফালের ৬২ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্‌তা'লা বলেন যে, তোমার বিরোধীরা যদি তোমার উপর হামলা করার পরিকল্পনা করে এবং এরপর যদি তারা বিরত হয় এবং বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা বর্তমান যুগের কঠিন পরিস্থিতি মীমাংসার জন্য হাত বাড়ায় তাহলে তোমাকে অবশ্যই মীমাংসার হাত বাড়ানো উচিত এবং শান্তিপূর্ণ সমাধানে যাওয়া উচিত। তাদের উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন।

কোরআন করীমের এই শিক্ষা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য চাবিকাঠি স্বরূপ। আজকের বিশ্বে এমন অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যায় যারা অন্য দেশ আক্রমণ করবে এই আশঙ্কায় তাদের বিরুদ্ধে ভয়াবহ পদক্ষেপ নিয়ে থাকে। মনে হয় তারা এই নীতির ভিত্তিতে কাজ করে যে, শত্রুদের আক্রমণ করার পূর্বে তাদের ধ্বংস করে দেওয়া উচিত। যাই হোক ইসলামের শিক্ষা হল শান্তির কোন প্রচেষ্টাই নষ্ট না করা এবং কোন ক্ষেত্রে শান্তির যদি ক্ষীণ আশাও দেখা যায় সেটিকেও কাজে লাগানো উচিত।

কোরআন করীমের সূরা মায়েদার ৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্‌তা'লা বলেন যে, কোন জাতির প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদের এ কথায় প্ররোচিত না করে যে, তোমরা ন্যায়বিচার করো না। ইসলামের শিক্ষা হল সকল অবস্থাতেই, পরিস্থিতি যতই কঠিন হোক না কেন ন্যায় এবং ইনসাফের নীতির সাথে সম্পৃক্ত ও সংশ্লিষ্ট থাকা উচিত। তাই যুদ্ধের পরিস্থিতিতেও ইনসাফ ও সুবিচার অসাধারণ গুরুত্ব রাখে। আর যুদ্ধ যখন শেষ হয়ে যায় সেক্ষেত্রে বিজয়ীর ইনসাফ করা উচিত। কোনরূপ নিষ্ঠুর আচরণ করা উচিত নয়।

যাই হোক আজকের বিশ্বে আমরা এমন উন্নত নৈতিক আদর্শ দেখতে পাই না। বরং যুদ্ধ শেষে আমরা দেখতে পাই যে, বিজয়ী দেশগুলো পরাজিত দেশগুলোর উপর এত বেশি বিধিনিষেধ ও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে যে, সে জাতির সত্যিকার স্বাধীনতাই আর থাকে না এবং স্বাধীনতা থেকে তাদের বঞ্চিত রাখে। এমন নীতি আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে নষ্ট করছে। আর এর ফলে অশান্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর অনেক নেতিবাচক ফলাফল প্রকাশ পাচ্ছে। সত্য কথা হল স্থায়ী শান্তি কখনো প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না যদি সমাজের সকল স্তরে ইনসাফ বা ন্যায়-বিচার না করা হয়। ইসলামের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা কোরআন করীমের সূরা আনফালের ৬৮ নম্বর আয়াতে আমরা দেখতে পাই। বলা হয়েছে যে, মুসলমানদের যুদ্ধের বাইরে বন্দি করার অনুমতি নেই। সে কারণে উগ্রপন্থী এবং সন্ত্রাসী শ্রেণি যারা বিনা-কারণে বন্দি করছে তারা সম্পূর্ণভাবে ইসলামি শিক্ষার পরিপন্থী কাজ করছে বরং রিপোর্ট অনুসারে তারা শুধু বন্দি-ই করছে না বরং তাদের উপর নিষ্ঠুর পাশবিক অত্যাচার করছে।

সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলো আজ যা করছে কঠোর ভাষায় এদের ধিক্কার জানানো উচিত। অপর দিকে কোরআন বলে যে, বৈধভাবেও যদি কাউকে বন্দি করা হয় তাহলে যত দ্রুত সম্ভব তাদের প্রতি অনুগ্রহ করে ছেড়ে দেওয়া উচিত।

শান্তি প্রতিষ্ঠার আরোও একটি স্বর্ণালী নীতির উল্লেখ রয়েছে সূরা আল হুজুরাতের ১০ নম্বর আয়াতে। যেখানে বলা হয়েছে যদি বিভিন্ন জাতির মাঝে সংঘর্ষ হয় সেক্ষেত্রে তৃতীয় একটি দলের উচিত মধ্যস্ততা করে শান্তিপূর্ণ সমাধানে নিয়ে আসা। চুক্তি হওয়ার পর যদি কোন পক্ষ অন্যায়ভাবে অন্য পক্ষকে অধীনস্থ করতে চায় আর চুক্তির শর্তগুলোকে যদি পদদলিত করে তাহলে অন্যান্য জাতি গুলির সম্মিলিতভাবে শক্তি প্রয়োগ করা উচিত, যদি শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। যাই হোক আগ্রাসী দেশ যদি বিরত হয় তাহলে তাদেরকে কোন ভাবে হেয় করা উচিত নয়। এবং বিধি-নিষেধ আরোপ করা উচিত নয় বরং স্বাধীন জাতি হিসাবে এবং স্বাধীন সমাজ হিসাবে তাদের এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া উচিত। এই নীতিটি আজকের বিশ্বের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে বিশ্বের প্রধান শক্তি ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংগঠন যেমন জাতিসংঘের এই নীতিটির উপর কাজ করা উচিত।

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার দৃষ্টিকোণ থেকে সবেচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি নীতি হল বিশ্বের বিভিন্ন জাতিকে ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করা, যা কোরআন করীমের সূরা আল হজ্জের ৪১ নম্বর আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ্‌তা'লা বলেন যদি যুদ্ধের অনুমতি না দেওয়া হত সেক্ষেত্রে মসজিদ ছাড়া গীর্জা, ইহুদীদের ইবাদত গৃহ এবং মন্দির ও উপাসনার অন্যান্য সব জায়গাও বিপদের সম্মুখীন হত। সুতরাং ইসলাম যেখানে ক্ষমতা প্রয়োগের নির্দেশ দিয়েছে সেক্ষেত্রে তা শুধুমাত্র ইসলামের সুরক্ষার জন্য নয় বরং প্রতিটি ধর্মের রক্ষার জন্য। সত্যিকার অর্থে ইসলাম সব ধর্মের বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা বর্তমান যুগের কঠিন পরিস্থিতি মানুষের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার কথা বলে। প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার, সুরক্ষার কথা বলে, তাকে তার নিজস্ব পথ অনুসরণের অনুমতি দেয়।আমি আপনাদের সামনে কোরআন হতে কয়েকটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করেছি মাত্র। যা সমাজের সকল স্তরে ও সকল অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অপরিহার্য্য। এগুলিই হল শান্তি প্রতিষ্ঠার স্বর্ণালী নীতিমালা যা কোরআন করীম এ বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জগৎবাসীকে দান করেছে। এই শিক্ষাগুলিই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এবং তাঁর সত্যিকার সাহাবীরা

উল্লেখযোগ্যভাবে অনুসরণ করেছেন। তাই শেষের দিকে আমি পুনরায় বলবো যে, বিশ্ব আজ শান্তি ও নিরাপত্তার কামনায় অধীর। এটাই আমাদের যুগের সবচেয়ে বড় সমস্যা। বিশ্বের সব জাতি এবং সকল দলকে সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত। এবং কোন ধর্মকে তীরস্কার করা থেকে বিরত থাকা উচিত, যার ফলে ঘৃণা, হিংসা এবং বিদ্বেষের জন্ম হতে পারে। আর উগ্রপন্থি দলগুলির ঘৃণ্য কার্যকলাপ ও এর অন্তর্ভুক্ত। যারা নিজেদের কাজকে ধর্মের নামে বৈধতা দিতে চাচ্ছে।

এছাড়া বিশ্বের সকল জাতি গুলির প্রতি আমাদের আন্তরিক হওয়া উচিত। তাদের সাহায্য করার চেষ্টা করা উচিত। যাতে তারা উন্নতি সাধন করতে পারে। এবং তাদের ভিতরে যে শক্তি সামর্থ্য আছে সেটিকে কাজে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়। হিংসা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার মূল কারণ হল সম্পদ হস্তগত করার অতৃপ্ত পিপাসা। কোরআন শরীফ এক স্বর্ণালী নীতির কথা উল্লেখ করেছে। কোরআন বলেছে যে, অন্যের সম্পদের প্রতি লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকাবে না। এই নীতি অনুসরণ করেও আমরা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারি। সমাজের সর্বত্র ইনসাফের দাবি পুরো করা উচিত। যেন রং ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবাই আত্মসম্মানবোধ নিয়ে নিজ পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হয়। আজকের আমরা দেখি যে উন্নত বিশ্বের অনেক দেশ দরিদ্র দেশগুলিতে বিনিয়োগ করছে। তাদের উচিত হবে ইনসাফের নীতিতে কাজ করা এবং সে সমস্ত জাতিকে সাহায্য করা। শুধু তাদের প্রাকৃতিক সম্পদকে কুক্ষিগত করা উচিত নয় বা তাদের যে সস্তার শ্রম আছে সেটিকেও কুক্ষিগত করা উচিত নয় বা শুধু লাভবান হওয়াই মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়। তাদের যা কিছু আয় হয় তার বেশির ভাগই সে সব দেশগুলিতেই বিনিয়োগ করা উচিত যাতে স্থানীয় লোকেদের উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভ হয়। উন্নত বিশ্ব যদি এভাবে কাজ করে তবে দরিদ্র দেশগুলি কেবল উন্নতিই করবে না বরং এর ফলে তারা দুইভাবে উপকৃত হবে। এক তো তাদের পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস আরো বাড়বে এবং আজ যে দূরত্ব সৃষ্টি হচ্ছে তা দূর হবে এবং এর ফলে তাদের এ ধারণা ও দূর হবে যে, উন্নত বিশ্ব কেবলমাত্র নিজেদের আখের গোছাতে চায়। এবং দরিদ্রদেশগুলির সম্পদ আত্মসাৎ করতে চায়। তাছাড়া এটির দ্বারা স্থানীয় লোকেদের স্থানীয় অর্থ নীতিও শক্তিশালী হবে এবং এর ফলে বিশ্ব অর্থনীতিও উন্নতি লাভ করবে।

আর এটি বিশ্বের বিভিন্ন দল ও শ্রেণির মাঝে প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসা এবং মানবতার জন্ম দেবে। এবং বিশ্বে একটি সত্যিকারের শান্তির ভীত রচিত হবে। যদি আমরা এর প্রতি কর্ণপাত না করি তবে বর্তমান বিশ্বের যে ভয়াবহ অবস্থা তা এক বিশ্বযুদ্ধে পর্যবসিত হবে। যার ফলাফল বহু প্রজন্মকে প্রভাবিত করবে। এবং এর দরুন আমাদের আগামী প্রজন্ম আমাদের ক্ষমা করবে না।

এরই সাথে আমি বিদায় নেব। আল্লাহ্‌তালা বিশ্বে সত্যিকার শান্তি প্রতিষ্ঠা করুন। আর এ ধরাপৃষ্ঠে সত্যিকার শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক। আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ।

اَكْرِمِ الشَّعْرَ

(চুলের সম্মান কর)

অর্থাৎ চুল পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখ এবং চিরুনী ব্যবহার কর। দ্বিতীয়তঃ ছেলেদের দাড়ি গোঁফ গজালে তাদের সাথে ছোটদের ন্যায় আচরণ করো না। তৃতীয়তঃ শুভ্র কেশধারী ব্যক্তির প্রতি তার চুলের জন্য সম্মান প্রদর্শন কর।

(আল-হাদীস)

ইমামের বাণী

"সেই প্রেম পরিহার কর, যা খোদার ক্রোধের নিকটবর্তী করে।" (আল-ওসীয়্যত, পৃষ্ঠা: ১৮)

দোয়াপ্রার্থী: আবুল হাসানাত, নারগিস সুলতানা, মুশতাক আহমদ,ইমতিয়ায আহমদ, জামাত আহমদীয়া ব্যাঙ্গালোর (কর্ণাটক)

জামাতের সদস্যবৃন্দের নিকট নিম্নোক্ত দোয়াগুলি পুনরাবৃত্তি করতে থাকার আহ্বান।

সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মুমেনীন (আই.) যুক্তরাজ্যের বাৎসরিক জলসায় ৩রা আগস্ট, ২০১৮ তারিখে উদ্বোধনী ভাষণে জামাতের সদস্যবর্গকে অধিকহারে দরূদ শরীফ এবং নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করার প্রতি আহ্বান করেন।

(1) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ-

অর্থ - হে আল্লাহ্! তুমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ও তাঁর বংশধরগণের ওপরে আশিস বর্ষণ করো যেভাবে তুমি ইব্‌রাহীম ও তাঁর বংশধরগণের ওপরে আশিস বর্ষণ করেছিলে। নিশ্চয় তুমি মহাপ্রশংসিত মহামর্যাদাবান। হে আল্লাহ্! তুমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ও তাঁর বংশধরগণের ওপরে কল্যাণ বর্ষণ করো যেভাবে তুমি ইব্‌রাহীম ও বংশধরগণের ওপরে কল্যাণ বর্ষণ করেছিলে। নিশ্চয় তুমি মহাপ্রশংসিত মহামর্যাদাবান।

(2) رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ

অর্থ: 'হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদিগকে হেদায়াত দেওয়ার পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হইতে দিও না এবং তোমার নিকট হইতে আমাদিগকে রহমত দান কর; নিশ্চয় তুমি মহান দাতা।

(সূরা আলে ইমরান, আয়াত-৯)

(3) رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِيْٓ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ

'হে আমাদের প্রভু! আমাদিগকে আমাদের পাপ এবং আমাদের কার্যে আমাদের সীমালঙ্ঘন ক্ষমা কর, এবং আমাদেরকে দৃঢ়তা দান কর এবং কাফের জাতির বিরুদ্ধে আমাদিগকে সাহায্য কর।'

(সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১৪১)

(4) رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

'হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয় আমাদের প্রাণের উপর আমরা অত্যাচার করিয়াছি এবং তুমি যদি আমাদিগকে ক্ষমা না কর এবং আমাদের উপর রহম না কর, তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইব।'

(সূরা আরাফ, আয়াত: ২৪)

(5) رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

'হে আমাদের প্রভু! আমাদিগকে ইহকালেও কল্যাণ এবং পরকালেও কল্যাণ দান কর, এবং আমাদিগকে আগুনের আযাব হইতে রক্ষা কর।'

(সূরা বাকারা, আয়াত: ২০২)

(6) اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ

'হে আল্লাহ্! তোমাকে তাদের বক্ষদেশে স্থাপন করছি (অর্থাৎ তোমার ভীতি ও প্রতাপে যেন তাদের অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে যায়) এবং তাদের অনিষ্ট থেকে আমরা তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'

(আবু দাঊদ, কিতাবু ফাযায়েলুল কুরআন)

رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ خَادِمُكَ رَبِّ فَاحْفَظْنِيْ وَانْصُرْنِيْ وَارْحَمْنِيْ

অর্থ: ' হে আমার প্রভু! সব কিছুই তোমার সেবায় নিয়োজিত। অতএব, হে আমার প্রভু! তুমি আমার নিরাপত্তার বিধান কর, আমাকে সাহায্য কর এবং আমার উপর কৃপা কর। '

[ইলহাম হযরত মসীহ মওউদ (আ.)]

****

হযরত ঈসা (আ.) কর্তৃক প্রদর্শিত কিছু মোজেযা বা নিদর্শনের অন্তর্নিহিত প্রকৃত-ব্যাখ্যা:

পবিত্র কুরআনের সূরা ইমরানের ৫০ নম্বর আয়াতে বর্ণিত হয়েছে:

وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

"আর সে বনী ইসরাঈলদের প্রতি রসূল হবে। (আর সে বলবে,) 'আমি তোমাদের কাছে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক নিদর্শনসহ এসেছি। নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য পাখিদের (পালন) প্রক্রিয়ায় কাদামাটি থেকে অনুরূপ (এক নমুনা) সৃষ্টি করব। এরপর আমি এতে ফুৎকার করব। এর ফলে এটি আল্লাহ্ আদেশে (আধ্যাত্মিক জগতে বিচরণশীল) পাখিতে পরিণত হবে। আর আল্লাহ্র আদেশে আমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে আরোগ্য দান করবো এবং (আধ্যাত্মিকভাবে) মৃতদের জীবন দান করবো। আর তোমরা কী খাবে ও তোমাদের বাড়িঘরে কী জমা করবে তা বলে দিবে। তোমরা যদি ঈমান এনে থাক নিশ্চয় এতে তোমাদের জন্য এক বড় নিদর্শন রয়েছে।"

উপরোক্ত আয়াতে ব্যবহৃত কতগুলো শব্দ এবং শব্দ-সমষ্টির ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন, যাতে আলোচ্য-বিষয়টির সঠিক অর্থ উপলব্ধি করা সহজতর হয়।

(ক) 'বনী ইসরাঈলদের প্রতি রসূল', এ শব্দগুলি বলে দিচ্ছে, ঈসা (আ.)-এর ধর্ম, প্রচার-কার্য ও দায়িত্ব ইসরাঈলীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে পাঠানো হয়েছিল। তিনি সারা বিশ্বের জন্য আসেন নি (মথি ১০ঃ৫-৬; ১৫ঃ২৪;১৯ঃ২৮; প্রেরিত ঃ ৩ঃ২৫-২৬; ১৩ঃ৪৬; লুক ১৯ঃ১০; ২২ঃ২৮-৩০)।

(খ) 'তায়র' অর্থ পাখি। রূপক বা অলঙ্কারিক-ব্যবহার অনুযায়ী পাখির অর্থ উচ্চ ও উর্দ্ধগামী আধ্যাত্মিক স্তরের মানব। যেমন-সিংহ (আক্ষরিক অর্থে পশুরাজ সিংহ) বলতে বীর পুরুষকে বোঝায়, আর 'দাব্বাহ্' (পোকা) বলতে নিষ্কর্মা, হীন ও ঘোর সংসারাক্ত ব্যক্তিকে বোঝায় (৩৪ঃ ১৫)।

(গ) 'তীন' অর্থ কাদামাটি, মাটি, নরম মাটি, ইত্যাদি। রূপকভাবে 'আত্তীন' অর্থ এমন মানুষ, যার মধ্যে এত নমনীয়তার গুণ রয়েছে যে, তাকে যেকোন প্রকৃতিতে গড়ে তোলা যায়। আমরা এরূপ স্বভাবের মানুষকে সাধারণত 'মাটির মানুষ' বলে থাকি।

(ঘ) 'হায়য়াত' অর্থ আকৃতি, নমুনা, রূপ, অবস্থান, ধরণ, পদ্ধতি।

(ঙ) 'খালাকা' অর্থ সে ওজন করল, নকশা প্রণয়ন করল, আকৃতি দিল বা পরিকল্পনা করল, আল্লাহ্ উৎপন্ন করলেন, সৃষ্টি করলেন বা অস্তিত্ব দান করলেন এমন বস্তু বা জীবকে বোঝায়, যার নমুনা, আদর্শ বা সমরূপ পূর্বে ছিল না, অর্থাৎ তিনিই একে প্রথম সৃষ্টি করলেন।

(চ) 'আকমাহ্' অর্থ রাতকানা, জন্মান্ধ, যে পরে অন্ধ হয়েছে, যার জ্ঞান-বুদ্ধি ও যুক্তি-শক্তি নেই। (মুফ্রাদাত)

(ছ) 'উবরিয়ু' শব্দটি 'বারিয়া' থেকে উৎপন্ন। 'বারিয়া' অর্থ সে (অমুক বস্তু বা দোষারোপ থেকে) মুক্তি পেল। 'উবরিয়ু'। অর্থ আমি দোষমুক্ত বা রোগমুক্ত করি, আমি অমুককে তার প্রতি আরোপিত দোষ থেকে মুক্ত ঘোষণা করি।

প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য যে, বাইবেলে কোথাও উল্লেখ নেই, ঈসা (আ.) মু'জিযা দেখানোর জন্য পাখি সৃষ্টি করে আকাশে উড়িয়েছিলেন। সত্যি সত্যি যদি ঈসা (আ.) পাখি তৈরী করে থাকতেন, তাহলে বাইবেল তা উল্লেখ না করে কীভাবে ও কেন চুপ করে থাকলো? আল্লাহ্র কোন নবী পূর্বে এ ধরণের ঐশী-নিদর্শন দেখাননি, অথচ বাইবেল এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব, এটা আশ্চর্য নয় কি? বাইবেলে এ মহা-নিদর্শনের উল্লেখ থাকলে সকল নবীর উপর ঈসা (আ.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হতো এবং পরবর্তীকালের খৃষ্টানেরা ঈসার প্রতি যে ঈশ্বরত্ব আরোপ করেছে, তা কিছুটা সমর্থন লাভ করত।

পাখি সৃষ্টির প্রকৃত অর্থ:

'খালক' শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়:

(১) মাপ ও বা ওজন করা, পরিমাণ ঠিক করা, নক্শা তৈরী করা, (২) আকৃতি দেওয়া, তৈরী করা, সৃষ্টি করা, ইত্যাদি। এখানে প্রথোমক্ত অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত। 'সৃষ্টি করা' অর্থে 'খালক' শব্দটি কুরআনের কোথাও আল্লাহ্র কাজ ছাড়া অন্য কারও কাজ বলে স্বীকৃতি পায় নি। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো প্রতি এ গুণটি কুরআনের কোথাও আরোপিত হয় নি। (১৩ঃ১৭, ১৬ঃ২১; ২ঃ৭৪; ২৫ঃ৪; ৩১ঃ১১-১২; ৩৫ঃ৪১ এবং ৪৬ঃ৫)। উপরোক্ত ব্যাখ্যার আলোকে এবং 'কাদামাটি'র রূপক-অর্থ সম্মুকে রেখে 'আমি তোমাদের জন্য পাখিদের (পালন) প্রক্রিয়ায় কাদামাটি থেকে অনুরূপ (এক নমুনা) সৃষ্টি করবো। এরপর এতে আমি ফুঁ দিব। এতে করে এটা আল্লাহ্র আদেশে (আধ্যাত্মিক জগতে বিচরণশীল) 'পাখিতে পরিণত হবে', ইত্যাদি কথার মর্ম বুঝবার চেষ্টা করলে এর তাৎপর্য দাঁড়াবে সাধারণ শ্রেণীর লোক, যাদের , মধ্যে উন্নতি ও জাগরণে শক্তি রয়েছে এবং তারা যদি ঈসা (আ.)-এর সংস্পর্শে আসে ও তাঁর বাণী গ্রহণ করে জীবন যাপন করে, তাহলে তাদের জীবনে আমূল পরিবর্তন এসে যাবে। ধূলি-ধূসরিত, সংসারাসক্ত, বস্তু-কেন্দ্রিক জীবনকে জলাঞ্জলি দিলে তারা আধ্যাত্মিক আকাশের উচ্চ-মার্গের পাখির মত বিচরণ করতে সমর্থ হবে এবং বস্তুত তা-ই ঘটেছিল। ঘৃণিত, অবহেলিত গেলিলীর জেলেরা তাদের প্রভু ও গুরুর উপদেশ ও উদাহরণ অনুসরণের মাধ্যমে পাখিরই মত উচ্চমার্গে আরোহণ করে বনী ইসরাঈল জাতিতে আল্লাহ্র বাণী প্রচারের সামর্থ্য লাভ করেছিল।

জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য দানের প্রকৃত অর্থ:

অন্ধ ও কুষ্ঠব্যধিগ্রস্তদের রোগমুক্তির বা উপশম দানের সম্বন্ধে বলা যায়, এ ধরণের রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদেরকে বনী ইসরাঈল জাতি অপবিত্র ও নোংরা জ্ঞানে সমাজের সংশ্রব থেকে দূরে রাখত, সমাজে ঘেঁষতে দিত না। 'আমি আরোগ্য দান করব'- কথাটির তাৎপর্য হলো- এ সব রোগাক্রান্ত লোকেরা আইনগত ও সমাজগতভাবে অবহেলিত অবস্থায় বহু বঞ্চনা ও অসুবিধার মধ্যে ঘৃণার পবিবেশে বাস করত। ঈসা (আ.) এসে তাদেরকে সেবা যত্ন করার তাগিদ দিয়ে সমাজে তাদেরকে স্থান দান করে দুর্বিষহ জীবন থেকে মুক্ত করেছিলেন। আল্লাহ্র নবীগণ আধ্যাত্মিক চিকিৎসক-বিশেষ। তাঁরা আধ্যাত্মিক অন্ধগণকে চক্ষু দান করেন, বধিরকে শ্রবনশক্তি দান করেন, বধিরকে শ্রবনশক্তি দান করেন, আধ্যাত্মিক মৃতদেরকে জীবন দান করেন (মথি-১৩ঃ১৫)।

এখানে 'আকমাহ' (রাতকানা) অর্থ সেই লোক, যারা বিশ্বাস থাকা সত্বেও দূর্বল মানসিকতার কারণে পরীক্ষার সম্মুখে দাঁড়াতে পারে না। সে দিনের আলোতে দেখে অর্থাৎ যতক্ষণ পরীক্ষার ঝামেলা থাকে না এবং বিশ্বাসের সূর্য মেঘ-দুর্যোগ হতে মুক্ত অবস্থায় যখন কিরণ দেয়, তখন সে ঠিকই দেখে। কিন্তু যখন দুর্যোগের রাত্রি নেমে আসে, অর্থাৎ-পরীক্ষা ও আত্মোৎসর্গের সময় উপস্থিত হয়, তখন সে আধ্যাত্মিক আলো হারিয়ে ফেলে এবং থেমে যায় (২ঃ২১) । তেমনিভাবে 'আব্রাস' (কুষ্ঠরোগী) শব্দটি আধ্যাত্মিক অর্থে রুগ্ন ও দুর্বল বিশ্বাসকে বুঝিয়েছে। এরূপ রোগীর চর্ম স্থানে স্থানে সুস্থ আবার স্থানে স্থানে ক্ষতপূর্ণ।

মৃতদের জীবন দান করার অর্থ:

'মৃতদের জীবন দান করব'- বাক্যটির অর্থ এই নয় যে, ঈসা (আ.) মৃত ব্যক্তিকে সত্য সত্যই জীবিত করে তুলেছিলেন। যারা প্রকৃতই মারা যায়, তারা পৃথিবীর বুকে কখনো পুনরুজ্জীবিত হয় না। এরূপ বিশ্বাস কুরআনের শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত (২ঃ ২৯; ২৩ঃ১০০-১০১; ২১ঃ৯৬; ৩৯ঃ ৫৯-৬০; ৪০ঃ১২; ৪৫ঃ২৭)। আধ্যাত্মিক পরিভাষা অনুযায়ী নবীগণ তাদের অনুসারীদের জীবনে যে বৈপ্লবিক ও অসাধারণ মহা-পরিবর্তন সংঘটিত করেন, একেই বলা হয়, 'মৃতকে জীবিত করা'। *(সৌজন্যে: পাক্ষিক আহমদীয়া, ১৫ ফেব্রুয়ারী, ২০১৭)*

"সুতরাং ধন্য সেই ব্যক্তি যে খোদার জন্য নিজ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং সেই ব্যক্তি হতভাগ্য যে নিজের প্রবৃত্তির জন্য খোদার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং তাঁহার সহিত মিলন সাধন করে না। যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া খোদার আদেশ লঙ্ঘন করে সে কখনো বেহেশ্তে প্রবেশ করিতে পারে না।"

(কিশতিয়ে নূহ, পৃ- ৩৮)

২০১৬ সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর ডেনমার্ক সফর এবং কর্মব্যস্ততার বিবরণ

কায়েদ মাল নিজের রিপোর্ট পেশ করে বলেন, আনসারদের মজলিসের চাঁদার হার এক শতাংথ। ১৫০ জন আনসার রয়েছেন যাদের মধ্যে ৫৮ জন নিয়মিত চাঁদা দেন। এক লক্ষ ৩৪ হাজার ক্রোনার আমাদের বাজেট আর আমরা ১ লক্ষ ২৯ হাজার একত্রিত করেছি।

হুযুর আনোয়ার বলেন, যারা চঁদা দেয় না তাদেরকে ধীরে ধীরে কাছে টানুন, যোগাযোগ করুন এবং এমন মানুষদেরকে চাঁদার গুরুত্ব বোঝান, তাদেরকে বলুন যে, আপনি নিরুপায় না হলে দিবেন না। বলে দিন আপনি দিতে পারবেন না, কিন্তু চাঁদার গুরুত্ব সম্পর্কে তাদের অবগত থাকা দরকার। হুযুর বলেন, আনসারদের পত্রিকায় চাঁদার গুরুত্বের বিষয়ে প্রবন্ধ লিখুন। মজলিসগুলিতে সার্কুলার প্রেরণ করুন এবং তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে থাকুন।

কায়েদ ওয়াকফে জাদীদ ও তাহরীক জাদীদকে নির্দেশ দিয়ে হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনার কাজ হল, জামাতের ওয়াকফে জাদীদ ও তাহরীক জাদীদ সেক্রেটারীর সহায়ক হওয়া এবং চাঁদা আদায়ের ক্ষেত্রে তাদের সহায়তা করা।

কায়েদ তবলীগকে হুযুর আনোয়ার জিজ্ঞাসা করেন যে, গত তিন বছরে কতজন আহমদী বানিয়েছেন? গত দশ বছরে আনসাররা কতজন আহমদী বানিয়েছেন? কায়েদ তবলীগ বলেন, তিনি জানেন না। হুযুর আনোয়ার বলেন-আপনি বিনা প্রস্তুতিতে মিটিং-এ এসেছেন। হুযুর আনোয়ার বলেন, আমেলার প্রত্যেক সদস্য এক একজন ব্যক্তিকে তবলীগ করবে।

কায়েদ তবলীগ বলেন, দুটি দ্বীপে আমরা লিফলেট বিতরণ করেছি। একটি দ্বীপে ৩০ হাজার এবং অপরটিতে ২০ হাজার লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে। হুযুর আনোয়ার বলেন, সেখানে আপনার বার বার যাওয়া উচিত। সেই দুটি দ্বীপে আপনার যাওয়া এক বছর হয়ে গেছে। সেখানে মানুষের এতটুকু মনে থাকবে যে, এখানে কেউ এসেছিল এবং লিফলেট দিয়েছিল।

হুযুর আনোয়ার বলেন-যদি লক্ষ্য বানাতে হয় তবে একটি দ্বীপকে বেছে নিয়ে সেখানে বার বার যান। লাজনা, খুদ্দাম এবং আনসার সঙ্গে মিলে কর্মসূচি তৈরী করুন এবং পালা করে সেখানে যান।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন-পামফ্লেট এবং লিফলেট বিতরণে যথারীতি ফলো আপ হওয়া উচিত। অন্যথায় এর কোন লাভ নেই। তাই বার বার যাওয়া উচিত।

পামফ্লেট বিতরণের সময় যদি কোন বিরোধী গালিও দেয় তবে সেটিরও আপনি পুণ্য লাভ করবেন।

আমেলার এক সদস্য বলেন, আমরা সপরিবারে লিফলেট বিতরণ করি। আমাদের ছোট বাচ্চাটিও সঙ্গে থাকে। লোকেরা লিফলেট নিয়ে আনন্দিত হয় যে, আমরা ভাল কাজ করছি এবং খুশি হয়ে বাচ্চাকে আইসক্রীম দেয়।

কায়েদ সেহত ও জিসমানী (স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া বিভাগ) বলেন, তারা ব্যাডমিন্টন খেলে। হুযুর আনোয়ার বলেন, এখানেও খেলার প্রোগ্রাম রাখুন এবং মালমোতেও রাখুন। সেখানে তো এখন বড় স্পোর্টস হল তৈরী হয়ে গেছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আনসাররা আনসারদের উপর কর্তৃত্ব করুন, খুদ্দামদের উপর নয়। আপনার নিজেদের বিষয়ে যাচাই করে দেখুন যে, কে কর্তৃত্ব খাটাতে যায়। অনেক সময় পদাধীকারীর পরিবর্তে সাধারণ সদস্যরাও এমনটি করে থাকে।

অনেক সময় কোন কথা কঠোর ভঙ্গিতে বলার পরিবর্তে শ্লেষাত্মক ভঙ্গিতে বললেও বিদ্বেষ ও দূরত্ব তৈরী হয়। হুযুর আনোয়ার বলেন-এখানকার ছেলে ও যুবকদের মেজাজ অন্যরকম। তাই তাদের সঙ্গে কথা বলার সময় বিনম্রতা অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়। কঠোর ভঙ্গিতে তাদের সঙ্গে কথা বললে তারা আপনার প্রতি বিতশ্রদ্ধ হয়ে উঠবে কিম্বা খুব বেশি নম্রতা প্রদর্শন করলেও তারা বিগড়ে যাবে। তাই আচরণে ভারসাম্য তৈরী করুন।

সদর আনসারুল্লাহ্ বলেন, মজলিস আনসারুল্লাহ্র প্রতিষ্ঠার জুবিলী উপলক্ষ্যে আমরা ৭৫ হাজার পাউন্ড হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে উপস্থাপন করার পরিকল্পনা রয়েছে। হুযুর বলেন, এই অর্থ মালমোর মাহমুদ মসজিদ তহবিলে দিয়ে দিন।

মজলিস আনসারুল্লাহ্র ন্যাশনাল মজলিসে আমেলার সঙ্গে হুযুর আনোয়ারের বৈঠক ১২টায় সমাপ্ত হয়।

সুইডেনের ন্যাশনাল আমেলার সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর মিটিং

হুযুর আনোয়ার দোয়ার মাধ্যমে মিটিং-এর সূচনা করেন। হুযুরের প্রশ্নের উত্তরে জেনারেল সেক্রেটারী বলেন, আমাদের পাঁচটি জামাত রয়েছে আর সবগুলিই সক্রিয় রয়েছে এবং নিজেদের রিপোর্ট পাঠায়।

এরপর সেক্রেটারী তাহরীক জাদীদ নিজের রিপোর্ট পেশ করে বলেন- আমাদের তাজনীদ হল ১০০২ যাদের মধ্যে ৮৬২ জন তাহরীকে জাদীদের চাঁদায় অংশগ্রহণ করেন যাদের থেকে ৫ লক্ষ ৬৮ হাজার ৮৮ ক্রোনার তাহরীকে জাদীদের চাঁদায় একত্রিত হয়েছে। হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনি অর্থ বাড়ানোর বিষয়ে চিন্তিত হবেন না, চাঁদাদাতাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করুন আর যারা এখনও তাহরীকে জাদীদে চাঁদায় অংশগ্রহণ করে না,তাদেরকে চাঁদার অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করুন। খুদ্দাম ও আনসারদের কাছ থেকে তাহরীকে জাদীদের চাঁদা নেওয়ার জন্য তাদের সংগঠনগুলির সাহায্য নিন। লাজনাদের জন্য লাজনা সংগঠনের সহায়তা গ্রহণ করুন। এই কারণেই তাদের আমেলায় ওয়াকফে জাদীদ ও তাহরীকে জাদীদ বিভাগ রাখা হয়েছে।

সেক্রেটারী তাবলীগ হুযুরে আনোয়ারের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, গত বছর আমাদের ২১ টি বয়আত হয়েছে। হুযুর জিজ্ঞাসা করেন যে, তবলীগ বিভাগের বাজেট কত?

হুযুর বলেন, প্রত্যেক বিভাগের বাজেট থাকা উচিত। বিভাগের কাজের প্রকারভেদ অনুযায়ী বাজেট হোক। তবলীগের জন্য অন্ততঃপক্ষে দশ লক্ষ বাজেট হওয়া উচিত। প্রত্যেক বিভাগের বাজেট যেন শুরায় পেশ হয় এবং সেখানে এবিষয়ে আলোচনা হয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন, তবলীগ বিভাগের অধীনে রয়েছে, সফর, যোগাযোগ, মিটিং, তবলীগি সেমিনার এবং অন্যান্য প্রোগ্রাম। বিজ্ঞাপন, লিফলেটস এবং বুকস্টলও রয়েছে। এই কাজ অত্যন্ত ব্যাপক। অতএব বাজেট তৈরী করার সময় বিভিন্ন কাজের জন্য অংশ নির্ধারণ করে নিবেন এবং তারপর কাজ করবেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, বিজ্ঞাপন দিবেন। বড় শহরে ৪০ হাজার ক্রোনার খরচ হবে। বিজ্ঞাপনের ফলে অন্ততঃপক্ষে পরিচিতি হবে। তাই বিজ্ঞাপন দিন, লোকেরা জানুক যে, আপনারা কারা। নিজেদের পরিচিতি তুলে ধরার জন্য নিত্যনতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন করতে হবে। একবার 'হুজ্জত' (অকাট্য যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করে দেওয়া) পূর্ণ করে দিন। বাকি আল্লাহ্র উপর ছেড়ে দিন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, তবলীগের জন্য সফর তবলীগের বাজেটে আসবে। চাঁদা আদায়ের জন্য মালের বাজেটে এবং তরবীয়তী অনুষ্ঠানের জন্য তরবীয়তের বাজেটের মধ্যে হবে।

নওমোবাইনদের জন্য ওয়াকফে জাদীদ সেক্রেটারীকে হুযুর আনোয়ার জিজ্ঞাসা করেন যে, গত বছরের নও মোবাঈনদের মধ্যে কতজনের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে। এর উত্তরে সেক্রেটারী সাহেব বলেন, প্রত্যেকের সঙ্গে যোগাযোগ ও সম্পর্ক রয়েছে। কেবল দুইজনের সঙ্গে সম্পর্ক নেই, যারা বিয়ে করে আহমদী হয়েছিল। বিবাহ বিচ্ছেদ হওয়ার পর তারা দূরে চলে গেছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমেলা সদস্যদের প্রত্যেককে একটি করে বয়আতের টার্গেট দিন আর মুরুব্বীদেরকে দু'টি করে বয়আতের টার্গেট দিন। তবলীগের জন্য বিজ্ঞাপন দিন, পত্রিকার সঙ্গে যোগাযোগ করুন এবং নতুন পন্থার উদ্ভাবন করুন।

সেক্রেটারী উমুরে খারিজাকে হুযুর আনোয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন,প্রেস ও মিডিয়ার সঙ্গে আপনার যোগাযোগ থাকা উচিত। কোন কর্মসূচী তৈরী করলে পরের প্রজন্ম আপনাদের থেকে ভাল প্রোগ্রাম তৈরী করবে। এক বছরের এবং পাঁচ বছরের প্রোগ্রাম তৈরী করুন।

এখানে ৩৪৯ জন পার্লামেন্টিরিয়ান রয়েছেন। তাদের মধ্যে আপনাদের সম্পর্ক কেবল ছয়-সাত জনের সঙ্গে রয়েছে। অন্যদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরী করুন। যোগাযোগ বাড়ান। খারিজা একটি দল গঠন করুন এবং যুবকদের সঙ্গে রাখুন।

ন্যাশনাল সেক্রেটারী মাল নিজের রিপোর্ট পেশ করে বলেন, উপার্জনশীল ৩৮৩ জন সদস্যের মধ্যে ১৫৮ জন মুসী। মূসীদের মোট সংখ্যা ২৬৬ জন। হুযুর বলেন, এখনও উপার্জনশীল সদস্যদের ৫০ শতাংশকে মূসী বানানোর লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয় নি। (ক্রমশঃ.....)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 3 Thursday, 6 Sep, 2018 Issue No.36

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

করে। আমাদেরকে যদি সামাজিক কুপ্রথার অন্ধকার থেকে মুক্তি পেতে হয় তবে প্রত্যেকটি কাজে এবিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে যে, কাজটি রসূলুল্লাহ (সা.)-এর রীতি ও সুন্নতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'লা কুরআন মজীদে সূরা ইব্রাহিমে বলেন-

" (ইহা) কামিল কিতাব, যাহা আমরা তোমার উপর এই জন নাযেল করিয়াছি যেন তুমি মানবজাতিকে তাহাদের প্রভুর আদেশক্রমে অন্ধকাররাশি হইতে বাহির করিয়া আলোর দিকে আন, (অর্থাৎ) মহাপরাক্রমশালী ও প্রশংসনীয় সত্তার পথে- " (ইব্রাহিম, আয়াত: ১৪)

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা আমদেরকে বলেছেন যে, কুরআন করীম একটি আলোক রশ্মি যার মাধ্যমে আঁ হযরত (সা.) মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যাবেন আর আলোর পথই খোদার দিকে নিয়ে যায়। এই আয়াত থেকে স্পষ্ট হয় যে, রীতি-রেওয়াজ মেনে মানুষ খোদা তা'লার জ্যোতিঃ অর্জন করতে পারবে না, বরং, রীতি-রেওয়াজ বর্জন করে আল্লাহ্ তা'লার সেই সমস্ত আদেশাবলী পালন করেই মানুষ খোদা পর্যন্ত পৌঁছানোর পথে অগ্রসর হতে পারে যেগুলি তিনি কুরআন মজীদে বর্ণনা করেছেন।

এই তিনটি আয়াতের সারাংশ হল, মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি তখনই সম্ভব, যখন যে কোন কাজ করার সময় আঁ হযরত (সা.)-এর পূর্ণ আনুগত্য করা হবে এবং এদিকে লক্ষ্য রাখা হবে যে, এই কাজের বিষয়ে কুরআন করীম কি নির্দেশ দিয়েছে এবং আঁ হযরত (সা.)-এই কাজটি কিভাবে করেছিলেন। আঁ হযরত (সা.)-এর যুগ থেকে ক্রমশঃ দূরত্ব সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে মুসলমানরা রীতি-রেওয়াজের মায়াজালে আবদ্ধ হতে থাকে। কেবল নামে মাত্র ইসলাম থেকে যায়। মুসলমানেরা শরীয়তকে আমল দেয় নি আর হিন্দু ও খৃষ্টানদের পরিবেশে থেকে তাদের জীবনযাপন পদ্ধতি অবলম্বন করেছে আর সেই সমস্ত রীতি-রেওয়াজ প্রচলন পেয়েছে যেগুলির সঙ্গে ইসলামের দূরতম সম্পর্কও ছিল না।

আল্লাহ্ তা'লা উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার উপর বিশেষ কৃপা করেন। আঁ হযরত (সা.) -এর ভবিষ্যদ্বাণী এবং ঠিক আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুসারে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-আবির্ভূত হয়ে মুসলমানদের এই অধঃপতনকে প্রতিহত করেন যা মুসলমানদেরকে টেনে নামিয়ে আনছিল। যারা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-কে মান্য করেছে তারা সমস্ত কিছু বর্জন করেছে এবং অন্ধকার থেকে বেরিয়ে জ্যোতির আশ্রয়ে এসেছে। তারা নিজেরাই উপলব্ধি করেছে যে, এতদিন আমরা অন্ধকারে দিশেহারা হয়ে বেড়াচ্ছিলাম। আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপা যে, জামাত আহমদীয়া একত্ববাদের উচ্চমার্গে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এবং আল্লাহ্ তা'লার আদেশ এবং আঁ হযরত (সা.)-এর বাণী অনুসরণ করার মধ্যেই গর্ব অনুভব করে। কিন্তু জামাত যখন উন্নতি করে এবং বিস্তার লাভ করে তখন নতুন নুতন মানুষও এতে প্রবেশ করে এবং নিজেদের সঙ্গে অনেক দুর্বলতাও নিয়ে আসে। আমি লাজনা ইমাউল্লাহ্র কাজ দেখার জন্য বিভিন্ন শহরে যাওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছি এবং খুব কাছে থেকে আহমদী মহিলাদেরকে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পেয়েছি যা থেকে আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, জামাত আহমদীয়ার একটি শ্রেণীর মধ্যে নতুন করে রীতি-রেওয়াজন প্রচলন পেতে শুরু করেছে। এই সমস্ত অন্ধকার থেকে বের করার জন্য স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে আল্লাহ্ তা'লা বিশেষ পুরস্কার অর্থাৎ খিলাফতের পুরস্কার দান করেছেন। যুগ খলীফা হল উত্তরাধিকারী। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) হলেন আঁ হযর (সা.) -এর পূর্ণ প্রতিচ্ছবি। অর্থাৎ যুগ-খলীফার নির্দেশ মেনে চললে এবং মহানবী (সা.)-এর পূর্ণ আনুগত্য করলে আমরা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এবং আঁ হযরত (সা.)-এর আনুগত্যকারী হতে পারব। রীতি-রেওয়াজ ও কুসংস্কার যেহেতু মহিলাদের মধ্যে বেশি পাওয়া যায়, সেই কারণে মহিলাদেরকে কুরআন মজীদের এই আদেশের উপর সব সময় দৃষ্টি রাখা উচিত- 'আতিউল্লাহা ও আতিউর রাসূলা ওয়া উলিল আমরে মিনকুম।' আল্লাহ্ তা'লা এবং আঁ হযরত (সা.)–এর আনুগত্যের পাশাপাশি খলীফাদের আনুগত্য করাও আমাদের কর্তব্য আর পূর্ণ আনুগত্য ব্যতিরেকে উন্নতি সম্ভব নয়। যুগ খলীফার পক্ষ থেকে যে নতুন আহ্বান করা হয় তাতে প্রত্যেক পুরুষ ও মহিলার সাড়া দেওয়া কর্তব্য। সকল অঙ্গসংগঠনগুলির কাজও এটিই হওয়া বাঞ্ছনীয় যে, যুগ খলীফার 'তাহরীক' গতিশীল রাখতে নিজের যাবতীয় শক্তিবৃত্তিকে নিয়োজিত করবে। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) লাজনা ইমাউল্লাহ্ প্রতিষ্ঠার সময় লাজনাদের নিয়মাবলীর একটি অংশ হিসেবে ঘোষণা করেন যে-

" জামাতের মধ্যে ঐক্যের চেতনা বজায় রাখতে যুগ খলীফার প্রকল্প অনুসারে এবং এর উন্নতিকে দৃষ্টিপটে রেখে যাবতীয় কার্যকলাপ সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। "

অর্থাৎ লাজনা ইমাউল্লাহ্র সমস্ত কর্মসূচি যেন এই বিষয়টিকে দৃষ্টিপটে রেখে তৈরী করা হয় যে, এগুলি বাস্তবায়িত হলে হযরত খলীফাতুল মসীহ (আই.) উপস্থাপিত 'তাহরীক' পূর্ণতা লাভ করতে পারে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রহ.)-এর তাহরীক

হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রহ.) খিলফতের পদে আসীন হওয়ার পর জামাত এবং বিশেষ করে আহমদী মহিলাদের সামনে যে 'তাহরীক' পেশ করেছেন সেগুলির মধ্যে একটি হল জামাত থেকে রীতি-রেওয়াজ উৎপাটন করা। তিনি বলেন-

" প্রথম পরীক্ষা হল সেই ঐশী আদেশ বা ঐশী শিক্ষা যা একজন নবী আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে নিয়ে আসেন এবং যার শিক্ষার পরিণামে মোমিনদেরকে বিভিন্ন প্রকারের সংগ্রাম করতে হয়। অনেক সময় নিজেদের ধন-সম্পদ ত্যাগের মাধ্যমে এবং অনেক সময় নিজের সম্মান, মর্যাদা এবং চাহিদাবলী আল্লাহ্ তা'লার কারণে বিসর্জন দেওয়ার মাধ্যমে।"

(খুতব জুমা, প্রদত্ত, ৮ এপ্রিল, ১৯৬৬)

অতঃপর তিনি ১৯৬৬ সালের লাজনা ইমাউল্লাহ্র বাৎসরিক জলসা উপলক্ষ্যে ভাষণে বলেন-

" হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) জামাতের মধ্যে এবং বিশেষ করে জামাতের মহিলাদের মধ্যে একটি অভিযান চালান এবং তা অত্যন্ত সফল হয়েছিল। এই অভিযান ছিল জামাত যেন কুসংস্কার এবং ভ্রান্ত রীতি-রেওয়াজ বর্জন করে এবং অনাড়ম্বরপূর্ণ ইসলামী জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়। জামাতে এমন এক সময় এসেছিল যখন তিনি (রা.) নিজের প্রচেষ্টায় সফল হয়েছিলেন এবং জামাত কুসংস্কার এবং ভ্রান্ত প্রথার কুপ্রভাব থেকে নিরাপদ ছিল, কিন্তু জামাতের একটি অংশ এবিষয়ে অবহেলা করছে, বিশেষ করে সেই সমস্ত লোকেরা যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা জগাতিক সুখ-সমৃদ্ধি দান করেছেন। তারা নিজেদের প্রভু-প্রতিপালকের কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করার পরিবর্তে, মানুষকে খুশি করতে গিয়ে এবং সেই খ্যাতি ও সম্মান অর্জনের উদ্দেশ্যে এই জগতের সম্মান ও কুসংস্কারে প্রতি মাত্রাতিরিক্তভাবে আকৃষ্ট হচ্ছে , বস্তুতঃ যা লাঞ্ছনার থেকেও অধম। এই সমস্ত কু-প্রথার বিবাহ-অনুষ্ঠানিতেও লক্ষ্য করা যায় এবং কারো মৃত্যুতেও দেখা যায়। এগুলি সর্বতভাবে আমাদের পরিহার করা উচিত।"

(ভাষণ, ২২ অক্টোবর, ১৯৬৬)

২৩ শে জুন ১৯৬৭ সালের খুতবা জুমায় তিনি অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় মহিলাদেরকে সম্বোধন করে বলেন-

" আমি প্রত্যেক বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে প্রত্যেক পরিবারকে সম্বোধন করে কু-প্রথা ও সংস্কারের বিরুদ্ধে জিহাদের ঘোষণা দিচ্ছি। যে সমস্ত আহমদী পরিবার আজকের পর এই সমস্ত বিষয় পরিহার করবে না এবং আমাদের সংশোধনের চেষ্টা সত্ত্বেও সংশোধনের প্রতি মনোযোগ দিবে না, তারা স্মরণ রাখুন! খোদা, তাঁর রসুল এবং তাঁর জামাত এর কোন পরোয়া করে না। তারা এমনভাবে জামাত থেকে নিক্ষিপ্ত হবে যেভাবে দুধ থেকে মাছিকে নিক্ষেপ করা হয়। তাই খোদার শাস্তি আপনাদের উপর বা জামাতী ব্যবস্থাপনার উপর রুদ্র মূর্তি ধারণ করার পূর্বেই নিজেদের সংশোধনের বিষয়ে উদ্বিগ্ন হন ।

(ক্রমশঃ.....)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir